হিন্দু সংহতি

স্বদেশ
সংহতি সংবাদ

Website : www.hindusamhati.net/www.hindusamhatibangla.com

Vol. No. 5, Issue No. 12, Reg. No. WBBEN/2010/34131, Rs. 2.00, November 2016

"তীর্থে বা মন্দিরে গেলে, তিলক-ধারণ করিলে অথবা বস্ত্রবিশেষ পরিলে ধর্ম হয় না। তুমি গায়ে চিত্রবিচিত্র করিয়া চিতাবাঘটি সাজিয়া বসিয়া থাকিতে পারো, কিন্তু যতদিন পর্যন্ত না তোমার হৃদয় খুলিতেছে, যতদিন পর্যন্ত না ভগবানকে উপলব্ধি করিতেছ, ততদিন সব বৃথা। হৃদয় যদি রাঙিয়া যায়, তবে আর বাহিরের রঙের আবশ্যক নাই। ধর্ম অনুভব করিলে তবেই কাজ হইবে।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

মহরম ও দুর্গাপূজার বিসর্জনকে কেন্দ্র করে সারা রাজ্যে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ ও অশান্তি

জলঙ্গী, টলটলি গ্রাম

হাজিনগর, নৈহাটি

খড়্গপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর

সরকারী নির্দেশ অমান্য করেনি কোনও দুর্গাপূজা কমিটি। যারা পেরেছেন দশমীর দিন চারটার মধ্যে প্রতিমা বিসর্জন দিয়েছেন। বাকিরা নির্দেশ মেনেই বিসর্জন বন্ধ রেখেছিল। কারণ পরদিন (১২/১০) ছিল মহরম। হিন্দুরা শান্তি বজায় রাখলেও মহরমের সমর্থকেরা দশমীর দিন রাত থেকেই উগ্র মূর্তি ধারণ করতে থাকে। বিভিন্ন জায়গায় তারা দুর্গা মন্ডপে আক্রমণ চালায়। বাধা দিতে গিয়ে আক্রান্ত হয় হিন্দুরা। কোনও কোনও জায়গায় উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সরাসরি সংঘর্ষ হয়েছে। আবার সংখ্যালঘু অধ্যুষিত উত্তরবঙ্গে দুর্গা মূর্তি ভাঙার সঙ্গে গ্রামে ঢুকে ব্যাপক অত্যাচার চালায় মুসলিমরা।

উত্তরবঙ্গের মালদার কলিগ্রামে মহরমের মিছিল থেকে হামলা চালানো হয়। কারবালা যুদ্ধ হয় ইসলামের শিয়া-সুন্নি সম্প্রদায়ের মধ্যে। কিন্তু কলিগ্রামে মহরমের মিছিল থেকে সম্পূর্ণ হিন্দুবিদ্বেষী স্লোগান দেওয়া হয়। এমনকি মসজিদ থেকে আহ্বান করে প্রায় হাজার ২০ জেহাদী মুসলিমকে জড়ো করা হয়। এরপর তারা হিন্দু গ্রাম আক্রমণ করে। ব্যাপক ভাঙচুরের সঙ্গে সঙ্গে লুটপাটও চালায় তারা। ধানের গোলা ও খড়ের গাদায় অগ্নি সংযোগ করা হয় বলে সূত্রের খবর। বেশ কয়েকটি বাড়ি পুড়ে সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে র‍্যাফ নামাতে হয়। র‍্যাফ প্রাথমিকভাবে জেহাদীদের প্রতিহত করলেও সমগ্র কলিগ্রামের হিন্দুরা আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছে। পুলিশ মোট ৪ জন হিন্দু এবং ৫৪ জন মুসলমানকে গ্রেপ্তার করেছে।

মালদার গাজোলেও দুর্গাপূজার বিসর্জনের সময় সরকার পাড়ার দুর্গা প্রতিমার উপর ইঁট ছোঁড়া হয়। হিন্দুরা এখানে রুখে দাঁড়ালে উভয়ের মধ্যে তীব্র সংঘর্ষ হয়। উভয়পক্ষের বেশ কয়েকজন আহত হয়েছে। ঠাকুর ভাঙায় এলাকার হিন্দু যুবকেরা খেপে গিয়ে কয়েকটি মুসলিম বাড়িতে ভাঙচুর করে। মহরমের দিনেই মালদার চাঁচল পুলিশ পাড়ায়, থানা থেকে অল্প দূরে পূজার প্যান্ডেল পুড়িয়ে দিয়েছে জেহাদিরা। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, এই কাজে সম্পূর্ণ সাহায্য করেছে চাঁচল থানার আইসি তাহিদ আনোয়ার। হিন্দুরা এখানেও রুখে দাঁড়ালে সংঘর্ষ হয়। তবে সূত্রের খবর, আইসি জেহাদিদের রক্ষার জন্য পুলিশবাহিনীকে ব্যবহার করে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছে জেহাদিদের প্রতিহত না করে পুলিশ হিন্দুদের উপরে ব্যাপকভাবে লাঠিচার্জ করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে এই তাহিদ আনোয়ারই কলিগ্রামের হিন্দু মহিলাদের বেশ্যা বলেছিল এবং তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করেছিল।

মহরমের মিছিল থেকে হিন্দুবিদ্বেষী স্লোগান

একই সময়ে (মহরমের দিন) নৈহাটি থানার অন্তর্গত হাজিনগরে পেপার মিল চৌমাথায় হিন্দুদের উপর আক্রমণ চালাল জেহাদীরা। হিন্দুদের বাড়িঘর-দোকানপাট ভাঙচুর করে লুটপাট চালায় তারা। নয়াবাজার এলাকা থেকে দলে দলে মুসলিমরা গিয়ে আক্রমণকারীদের সাথে যোগ দেয় বলে সূত্রের খবর। ব্যারাকপুর কমিশনারেট-এর অতিরিক্ত পুলিশবাহিনী এবং র‍্যাফ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। কিন্তু তার মধ্যেই হিন্দুদের যা ক্ষতি হওয়ার হয়ে গেছে।

পরদিন হিন্দুরা একজোট হয়ে নৈহাটি থানা অবরোধ করে। মহরমের দিন যে সব মহিলার শ্লীলতাহানি হয় তারাও অবরোধে সামিল হয়। দুষ্কৃতিদের গ্রেফতারের দাবিতে দীর্ঘক্ষণ ধরে অবরোধ চলে। প্রশাসন থেকে আশ্বাস দেওয়া সত্ত্বেও হিন্দুদের মধ্যে ক্ষোভ প্রশমিত হয়নি। কারণ মহরমের মিছিলের তান্ডবের বিভীষিকার আতঙ্ক কাটিয়ে উঠতে পারেনি হাজি নগর। এলাকার হুকুমচাঁদ জুট মিল সহ সব দোকান বন্ধ। রাস্তাঘাট জনমানবশূন্য। শুধু এলাকা জুড়ে পুলিশের গাড়ি ঘুরছে আর চলছে পুলিশ ও র‍্যাফের টহলদারি।

দশমীর রাত থেকেই সাঁকরাইল থানার অন্তর্গত আড়গোরে বিসর্জনকে কেন্দ্র করে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা বাঁধে। প্রত্যক্ষদর্শীর মতে বিসর্জনের সময় কিছু মুসলিম যুবক হিন্দুদের দেব-দেবী নিয়ে কটূক্তি করে ও মেয়েদের উদ্দেশ্যে অশ্লীল মন্তব্য করতে থাকে। আড়গোড়ের হিন্দু যুবকরা তাদেরকে ধরে উত্তম-মধ্যম দিলে তখনকার মতো তারা সেখান থেকে চলে যায়। পরে আশপাশ থেকে বিপুল সংখ্যক মুসলিম এসে হিন্দুদের আক্রমণ করে। আড়গোরের ব্যবসায়ী সমিতির পুজোর প্যাণ্ডেল পুড়িয়ে দেওয়া হয়। ঠাকুরও ভাঙচুর করে। পথচলতি সাধারণ হিন্দুদের উপর তারা আক্রমণ চালায়। তাদের মারে গুরুতর আহত এক হিন্দু যুবককে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। হিন্দু মেয়েদের বাস থেকে নামিয়ে শ্লীলতাহানি করা হয় বলে স্থানীয় সূত্রের অভিযোগ।

পরদিন হিন্দুরা মুসলিম দুষ্কৃতিদের গ্রেফতারের দাবীতে সাঁকরাইল থানা ঘেরাও করে। পুলিশ ছয়জন মুসলিম যুবককে গ্রেফতার করলেও একই সঙ্গে ছয়জন হিন্দুকেও ধরে। তাদের কোর্টে তোলা হলে (কেস নং-৮৫৪/১৬) সকলেই জামিন পেয়ে যায়। ঐদিন অর্থাৎ মহরমের দিন মিছিল থেকে সাঁকরাইল বেলতলার মন্দির আক্রমণের পরিকল্পনা করে মুসলিমরা। খবর পেয়ে মন্দির বাঁচাতে হিন্দু সংহতির কর্মীরা শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তোলে। উভয়পক্ষের সংঘর্ষে বেশ কয়েকজন আহত হয়েছে বলে সূত্রের খবর। কিন্তু মুসলমানদের পরিকল্পনা ভেস্তে দিয়েছে হিন্দু সংহতির কর্মীরা। পুলিশের পক্ষ থেকে উভয় সম্প্রদায়ের বেশ কয়েকজনের বিরুদ্ধে একটা কেস দায়ের করা হয়েছে। এলাকায় উত্তেজনা থাকায় পুলিশ টহলদারি চলছে।

এবার বিজয়া দশমী ও মহরমের সময় বিরাট সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার শিকার হল রেলশহর খড়্গপুর। ১০ই অক্টোবর নবমীর দিন রাত থেকেই গন্ডগোল শুরু হয় একটি মহরমের মিছিলকে কেন্দ্র করে। আক্রমণ ও প্রতিআক্রমণ ব্যাপক রূপ নেয় পরের দুই দিন, ১১ই ও ১২ই অক্টোবর। সবথেকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে শহরের গোলবাজার এলাকা। হিন্দু ও মুসলিম উভয়পক্ষের বেশ কিছু মানুষ এই দাঙ্গায় আহত হয়েছেন, শতাধিক হিন্দুর দোকান লুট হয়েছে। প্রশাসন কার্ফিউ জারী করেও পরিস্থিতি সামাল দিতে পারেনি। দাঙ্গা বাধানোর অভিযোগে পুলিশ উভয়পক্ষের ৪৫ জনকে গ্রেফতার করেছে।

প্রকৃতপক্ষে এই ঘটনার আগে থেকেই গোটা শহরে উত্তেজনা ছিল। ১৯শে সেপ্টেম্বর রোহিত তাঁতি নামে একজন অনুসূচিত জাতির যুবকের মোটরবাইকে একটি মুসলিম বালিকার সঙ্গে ধাক্কা লাগে। সেখানে উত্তেজিত মুসলিম জনতা রোহিত তাঁতিকে প্রচন্ড প্রহার করে। কয়েকদিন পর হাসপাতালে রোহিতের মৃত্যু হয়। হিন্দুরা এই ঘটনা মেনে নিতে পারছিল না। সেই উত্তেজনার রেশ ধরেই মহরমের সময় এই সাম্প্রদায়িক হানাহানি।

এছাড়াও মহরম ও বিসর্জনকে কেন্দ্র করে আরও বেশ কয়েকটি জায়গায় দাঙ্গা হয়েছে।

(১) মুর্শিদাবাদ জেলার জলঙ্গী থানার ঘোষপাড়া পঞ্চায়েতের টলটলি গ্রাম

(২) চন্দননগর উর্দিবাজার, তেলেনিপাড়া, হুগলী জেলা

(৩) পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ভগবানপুর থানার কলাবেড়িয়া গ্রাম

(৪) নদীয়া জেলায় কালিগঞ্জ থানার বল্লভপাড়া ঘাট হাটখোলা

(৫) খবরা গ্রাম, চাঁচোল থানা, মালদা জেলা

(৬) ঋষি পাড়া, কালিয়চক থানার ঠিক পিছনে, মালদা জেলা

(৭) মালদা জেলার ইংরেজবাজার থানার আড়াপুর গ্রাম

(৮) বর্ধমান জেলার কেতুগ্রাম থানার রাজুয়া গ্রাম।

(৯) খরিডাঙা গ্রাম বসিরহাট থানা, উত্তর ২৪ পরগণা

(১০) রাজুয়া, কাটোয়া, বর্ধমান

(১১) মহম্মদবাজার, বীরভূম

(১২) বাবুইজোর, কাঁকরতলা থানা, বীরভূম

(১৩) মল্লারপুর, বীরভূম

আমাদের কথা

আগামীদিনে পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুদের ধর্মাচরণের অধিকার থাকবে তো ?

অবাক করার মত কথা। কেউ হয়ত বলবেন পাগলের প্রলাপ। পশ্চিমবঙ্গে সরকারি মতে আজও তো ৭০ শতাংশ হিন্দুর বাস। এবারও তো যেমনভাবে রমরমিয়ে গণেশপূজা, দুর্গাপূজা, কালী পূজা হল তাতে আমার কথা অবিশ্বাস্য মনে হওয়া সাধারণ হিন্দুর পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু আমি পাঠক বর্গকে বলব, আমাকে কাঠগোড়ায় দাঁড় করাবার আগে একটু গভীরভাবে পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান পরিস্থিতিটা অনুভব করার চেষ্টা করুন। সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করান নিজেকে। আপনার মনের ধোঁয়াশা হয়ত কেটে যাবে।

ওবারে দুর্গাপূজার দশমী থেকে কালীপূজার মধ্যবর্তী সময়ে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার বিভিন্ন প্রান্তে অন্ততঃ পঁচিশটি দাঙ্গা হয়েছে। দাঙ্গার কারণ ব্যাখ্যা করার আগে সকলের সামনে একটি প্রশ্ন তুলে ধরতে চাই। পশ্চিমবঙ্গের সরকার ও সমস্ত রাজনৈতিক দল সাম্প্রদায়িক সম্প্রতির কথা প্রচার করে বেড়াচ্ছে। যদি তাই হবে তবে মহরমের মিছিলের জন্য দুর্গাপূজার ভাসান বন্ধ রাখার নির্দেশ কেন সরকারকে দিতে হচ্ছে? তবে সরকারও কি মনে করে একইসঙ্গে উভয় সম্প্রদায়ের মিছিল বের হওয়া অসম্ভব? সংঘর্ষ অনিবার্য। সরকার কিন্তু এটাই মনে করে। অপ্রীতিকর পরিস্থিতি যাতে সৃষ্টি না হয়, তাই এই সিদ্ধান্ত।

এবার আসা যাক দাঙ্গার কথায় দশমীর পরদিনই এবার মহরম ছিল। ইসলামে বিশ্বাসীরা মূর্তিপূজাকে হারাম মনে করে। মূর্তি পূজক তাদের কাছে কাফের। তাই যেখানেই সুযোগ পেয়েছে মূর্তি, মণ্ডপ ও হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষের প্রতি তারা দুর্ব্যবহার করেছে। মূর্তি ভেঙেছে, মণ্ডপ অপবিত্র করেছে। হিন্দু মহিলাদের শ্লীলতাহানি করেছে। এর প্রতিবাদ করতে গেলেই লেগে গেছে সংঘর্ষ। মুসলিম সমাজের ধর্মান্ধতাই যে এর জন্য দায়ী তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কারণ দু'মাস আগে মুসলমানদের ঈদ উৎসব গেল। তখন কিন্তু কোথাও কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। তার মূল কারণ তখন হিন্দুদের সামাজিক ধর্মীয় কোন উৎসব ছিল না। কিন্তু যখনই উভয় সম্প্রদায়ের ধর্মীয় উৎসব একই সময় পড়েছে তখনই অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটছে। পরিবেশ অশান্ত হয়ে উঠছে। এবং তা আগামীদিনে আরও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে বলেই ধারণা। তার একটা বড় কারণ ক্রমবর্ধমান মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার। ঐক্যবদ্ধ মুসলিম ভোটকে কোন রাজনৈতিক দলই অস্বীকার করতে পারবে না। এই সুযোগটাকে কাজে লাগিয়ে ইসলামিক সম্প্রদায়ের অন্যায় করার প্রবণতা বেড়েই চলেছে। হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি ভাঙাকে যাঁরা দুষ্কৃতির কাজ বলে চালাবার চেষ্টা করেন, তাঁরা মূর্খের স্বর্গে বাস করছেন। এটা কোন দুষ্কৃতির দুষ্কর্ম নয়, ইসলামিক ধর্মের অন্য ধর্মের প্রতি অসহিষ্ণুতার প্রকাশ।

তবে হিন্দু সমাজে জাগরণ ঘটছে। অনেক জায়গায় প্রতিবাদ প্রতিরোধ গড়ে উঠছে। আর তাতেই দাঙ্গার সৃষ্টি হচ্ছে। পরিস্থিতি যে দিকে যাচ্ছে তাতে আগামীদিনে আরও বৃহত্তর আকার নেবে বলেই মনে হয়। এটা ঐতিহাসিক সত্য যে, হাজার বছর পাশাপাশি বাস করেও কোন ক্ষেত্রেই দুই সম্প্রদায়ের সহাবস্থান গড়ে ওঠেনি। আগামী লক্ষ বছর বাস করলেও গড়ে উঠবে না। বিরোধিতা থেকেই সংঘর্ষের সৃষ্টি হবে, আর তাতে পশ্চিমবঙ্গের আগামীদিনে দুটি জাতির ভবিষ্যৎ নির্ধারণ হবে। বিকল্প কোন পথ নেই।

হিন্দুরা বিকল্প পথের সন্ধান অবশ্যই সাধু প্রচেষ্টা। কিন্তু এই প্রচেষ্টার ফলে বহু জায়গায় হিন্দু তার ধর্মীয় স্বাধীনতা হারিয়েছে। আজও হারাচ্ছে। সম্প্রতি কালীপূজা উপলক্ষে কৃষ্ণনগরে চাঁদসড়কে সংঘর্ষের পর মুসলমানরা জানিয়েছে, আগামী বছর তারা কালীপূজা করতে দেবে না। এটাকে মিথ্যা আস্ফালন ভাবলে ভুল হবে। উত্তরবঙ্গে বহু জায়গায় হিন্দুরা তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতা হারিয়েছে। মালদার, সুজাপুর, ইসলামপুরে হিন্দুদের নিত্য গৃহদেবতার পূজায় শাঁখ বাজানোর জন্য মুসলমানদের অনুমতি নিতে হয়। বহু সরকারী স্কুলে মুসলমানদের দাবির কাছে মাথা নত করে সরস্বতী পূজা বন্ধ করে দিতে হয়েছে।

তাই সত্যের মুখোমুখি দাঁড়াবার সময় এসেছে। নইলে আগামীদিনে পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুর ধর্মীয় অধিকার বজায় থাকবে এমন কথা নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না।

আদিবাসী মহিলার শ্লীলতাহানি সংঘর্ষ উত্তাল পশ্চিম মেদিনীপুর

পড সোরেন (স্বামী সঞ্জয় সোরেন) কে শ্লীলতাহানি করে ধর্ষণের প্রচেষ্টায় রাজীব খানকে বেধড়ক পেটাল আদিবাসী সমাজের মানুষ। গত ১৭ই অক্টোবর সন্ধ্যায় পশ্চিম মেদিনীপুরে বাসুদেবপুর গোয়ালতোড় থানার অন্তর্গত অঞ্চলে এই ঘটনা ঘটে।

উক্ত দিন সন্ধ্যার সময় আদিবাসী মহিলা পড সোরেন মাঠে যান গরু আনতে। যখন তিনি গরু নিয়ে ফিরছিলেন তখন স্থানীয় যুবক রাজীব খান (পিতা বাঁটুল খান) পিছন থেকে পড সোরেনকে জড়িয়ে ধরে শ্লীলতাহানি করে। অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে তাকে টেনে মাঠে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণের চেষ্টাও করে রাজীব খান। কিন্তু আত্মরক্ষার জন্য পড সোরেন চেঁচালে স্থানীয় আদিবাসী সমাজের মানুষরা ছুটে এসে রাজীব খানকে হাতেনাতে ধরে ফেলে। সমস্ত ঘটনা পড সোরেনের কাছে শোনার পর রাজীবকে বেধড়ক মারধোর করে আদিবাসীরা। সেই সময়ে রুবিয়েন খান নামক এক ব্যক্তি সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি রাজীব খানকে আদিবাসীদের হাত থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যান। পরে গোয়ালতোড় থানায় আদিবাসীদের নামে তাকে মারার অভিযোগ দায়ের করে। এরপর মুসলমানদের পক্ষ থেকে রাজীবকে মারার জন্য আদিবাসীপাড়া আক্রমণের পরিকল্পনা করা হয়। মুসলমানরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আদিবাসীপাড়া আক্রমণ করতে আসছে এই খবর দ্রুত সেখানে পৌঁছে যায়। খবর পেয়ে আদিবাসীরাও লাঠিসোঁটা নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। উত্তেজনা চরম পর্যায় পৌঁছায়। সূত্রের খবর, উভয় সম্প্রদায়ের সংঘর্ষে বেশ কয়েকজন আহত হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পুলিশ এসে পরিস্থিতি সামাল দেয়। পরে থানায় উভয় সম্প্রদায়ের মানুষকে ডেকে পুলিশ একটা মৌখিক মিটমাট করে দেয়। কিন্তু সংহতির পশ্চিম মেদিনীপুরের প্রতিনিধি সৌরভ শাসমল জানায় এলাকায় একটা চাপা উত্তেজনা আছে। তবে প্রশাসনও সতর্ক রয়েছে বলে খবর।

হিন্দু সংহতি কার্যালয়ের পরিবর্তিত ফোন নম্বর ঃ ০৭৪০৭৮১৮৬৮৬

ইসলামী যুদ্ধনীতি

পূর্ব প্রকাশিতের পর..

পবিত্র রায়

উম্মে সুলাইমের এক বোনের নাম ছিল উম্মে হারাম। তার স্বামীর নাম ছিল উবাদা ইবনুস সামিত। পিতার নাম মিলহাম। আবু দাউদ শরীফের ২৪৮২ নং হাদিসটির বর্ণনাকারী আলাস ইব্ন মালিক (রা)। তিনি বলছেন উম্মে হারাম তার মাসী বা খালা ছিলেন। আনাস (রা) এর মাতা ছিলেন উম্মে সুলাইম, পিতা ছিলেন মালিক। অর্থাৎ উম্মে সুলাইমের দ্বিতীয় পক্ষের স্বামী ছিলেন আবু তালহা। উবাদা ইবনুস সামিত (রা) নৌবাহিনীতে যোগদান করে সমুদ্র যুদ্ধে যাত্রা করার সময় উম্মে হারামকে সঙ্গে নিয়েছিলেন।

আবু দাউদ শরীফের ২৫২৩ নং হাদিসটির বর্ণনাকারী হযরত আনাস (রা)। হাদিসটির বর্ণনাকারী জানাচ্ছেন, রসুলুল্লাহ্ (সঃ) উম্মে সুলাইমকে যুদ্ধে নিয়ে যেতেন আর আনসারী মহিলারাও সংগে যেতেন। তারা সৈনিকদেরকে যুদ্ধক্ষেত্রে পানি পান করাতেন এবং আহত সৈনিকদের চিকিৎসা করাতেন।

মেশকাত শরীফের ৩৭৬৪ নং হাদিসটিরও রাবী বা বর্ণনাকারী হলেন আনাস (রা)। তিনি বলেছেন, রসুলুল্লাহ্ (সঃ) কোন যুদ্ধ যাত্রাকালে উম্মে সুলাইম অর্থাৎ হযরত আনাস (রা) এর মাতা এবং অন্যান্য আনসারী মহিলাদেরকে সঙ্গে নিতেন। তারা যুদ্ধ চলাকালে মুজাহিদদের পানি পান করাত ও আহত যোদ্ধাদের সেবা করত। মেশকাত শরীফের ৩৭৬৫ নং হাদিস বর্ণনা করেছেন হযরত উম্মে আতিয়্যা (রা)। তিনি বলেছেন, আমি রসুলুল্লাহ (সঃ) এর সাথে সাতটি যুদ্ধে শরীফ হয়েছি। যোদ্ধাগণ যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ লিপ্ত থাকতেন আর আমি তাদের পশ্চাতে তাঁবুতে থেকে তাদের জন্য খাবারাদি প্রস্তুত করতাম এবং আহত মুজাহিদদের দাওয়াই পত্র এবং রুগ্নদের সেবা যত্নের ব্যবস্থা করতাম। অর্থাৎ যুদ্ধক্ষেত্রে নারী শক্তিকে রসুলুল্লাহ সাধ্যমত কাজে লাগাতেন। তখনকার সময়ে যুদ্ধক্ষেত্রে নারী শক্তির ব্যবহার অত্যন্ত দূরদর্শীতার পরিচায়ক। তখনকার সময় হিসেবে রসুলুল্লাহ্ নতুনরূপের শক্তিকে ব্যবহার করার সূচনা করেছিলেন। বর্তমান কালের বহুদেশের সেনাবাহিনীতে নারী শক্তির ব্যবহার শুরু হয়েছে। আজ থেকে চৌদ্দশত বছর পূর্বে নবীজিই প্রথম নারী শক্তির ব্যবহার করে যার সূত্রপাত করেছিলেন। হযরত উম্মে আতিয়্যার পরিচয় হলো, তিনি ছিলেন বনু কোরাইজা গোত্রের মহিলা। কোরাইজাদের বন্দীকরণের সময় কোরাইজা বন্দীদের মধ্যে ছিলেন। বন্দীদেরকে নবীজির সম্মুখে আনা হলে সাহাবারা বন্দীদের কাপড় খুলে যৌনকেশ পরীক্ষা করতেন। যাদের যৌনকেশ উদগম হয়েছে তাদের সবাইকে কোতল করা হয়। আর যার গজায়নি তাকে হত্যা প্রক্রিয়ার বাইরে রাখা হয়। সাহাবীরা পরীক্ষা করে দেখলেন আতিয়্যার যৌনকেশ গজায়নি, তাই তাকে হত্যা করা হল না।"

এতকিছু যুদ্ধ সংক্রান্ত নীতি মোহাম্মদ নির্ধারণ করলেও আসল নীতি ছিল ধর্মের সাথে যুদ্ধ উন্মাদনা তৈরী করা। সাহাবীদের বুঝানো যে যুদ্ধ করেই পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে হয় এবং যুদ্ধ ছাড়া ধর্মপ্রচার করা যাবে না। প্রমাণ? বোখারী শরীফের ৪২৩৬ নং হাদিসঃ-"যারা বাড়িতে বসে থাকে তারা এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারী কখনো এক হতে পারে না"। ৬০৪৭ নং হাদিস বলছে, "যে স্বীয় জান-মাল দিয়ে জিহাদ করে, সে উত্তম ব্যক্তি"। সহীহ মুসলিম শরীফঃ- হাদিস নং ৩৩ থেকে ৩৮ ঃ- মোহাম্মদ কুখারী বিলোপ না হওয়া পর্যন্ত বা লাইলাহা কবুল না করা পর্যন্ত যুদ্ধের জন্য আদিষ্ট ছিলেন। আবু দাউদ শরীফ। হাদিস নং ২৪৭২ মক্কা বিজয়ের দিনে মোহাম্মদ বলেন হিজরত আর নেই-আছে শুধু জিহাদ ও নেক নিয়ত। ২৪৭৭ আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারী দুনিয়াতে সর্বোত্তম। ২৪৭৮ ইবাতের চাইতে জিহাদ বড়, ২৪৯১ জিহাদে বেরিয়ে মৃত্যুবরণ করলে সে অবশ্যই জান্নাতী। ২৪৯৪ যে ব্যক্তি জিহাদ করল না, জিহাদীকে ক্ষমতা থাকতেও সাহায্য করল না, সে এক প্রকার মুনাফিক হিসেবে মারা পড়ল। ২৮৯৫ যে ব্যাক্তি সাহায্য করল না, সে এক প্রকার মুনাফিক হিসেবে মারা পড়ল। ২৪৯৫ যে ব্যাক্তি ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও জিহাদ করল না বা সাহায্য করল না, খোদা তাকে আকস্মিক দুর্ঘটনা দিয়ে ধ্বংস করবেন। ২৪৯৬ তোমরা তোমাদের জানমাল দিয়ে এবং বাক্য প্রয়োগ করে তথা লেখনীর মাধ্যমে মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর। হাদিস নং ২৪৯৮ যদি তোমরা সকলে যুদ্ধের জন্য ঘর থেকে বের না হও তবে তোমাদের কে কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হবে। ২৪৯৯ মুমিনদের মধ্যে যারা জিহাদে না গিয়ে ঘরে বসে থাকে, তারা মুজাহিদগণের সমান মর্যদাশীল নয়। হাদিস নং ২৫০২ প্রত্যেক পরিবারের মধ্যে দু'জন পুরুষের মধ্যে একজনকে জিহাদে বের হতে হবে। ২৫০৩ তীরন্দাজীই হলো যুদ্ধ জয়ের চাবিকাঠি। হাদিস নং ২৫০৯ যে ব্যক্তি আল্লাহর বাণী সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছানোর জন্য যুদ্ধ করে সেই-ই সেরা মুজাদিহ। হাদিস নং ২৫১৪ রসুলুল্লাহ বলেছেন, শহীদ ব্যক্তি তার পরিবারের সত্তরজনের জন্য রোজ হাশরের দিনে আল্লাহর নিকট সুপারিশ করবে। হাদিস নং ২৫১৭ প্রত্যেক গোত্র হতে সেনাদল তৈরী করতে হবে। হাদিস নং ২৫১৭ প্রত্যেক গোত্র হতে সেনাদল তৈরী করতে হবে। হাদিস নং ২৬০৪ মুশারিকদের প্রতি মোহাম্মদের নির্দেশ- ইসলাম গ্রহণ, জিজিয়া প্রদান অথবা মৃত্যু।

মেশকাত শরীফ-হাদিস নং ৩৬৮৫ রসুলুল্লাহ্ বলেছেন তোমরা শত্রুদের বিরুদ্ধে যথাসাধ্য শক্তি অর্জন করো। জেনে রাখ প্রকৃত শক্তি হলো তীর নিক্ষেপ, তীর নিক্ষেপ, তীর নিক্ষেপ। ৩৬৮৬ তীর নিক্ষেপ শিক্ষায় অলসতা নয়। ৩৬৮৭ তির নিক্ষেপ শিখে পরিত্যাগ করলে সে নবীর দলে নয়। ৩৬৯৬ বেহশ্ত প্রাপ্তিগণ হলেন তীর নিক্ষেপকারী, তীর প্রস্তুত কারক ও তীর প্রদানকারী। ইসলামী খেলা ধনুক দ্বারা তীর নিক্ষেপ করা, ঘোড়াকে নিয়মিত যুদ্ধের প্রশিক্ষণ দেওয়া, স্ত্রীর সাথে আমোদ প্রমোদ করা। ৩৬৯৭ আল্লাহর রাস্তায় তীর নিক্ষেপ দ্বারা কোন কাফেরকে আঘাত করা ব্যক্তি বেহেশ্তে বিশেষ মর্যাদা পাবে। ৩৭৫৩ আল্লাহর নাম নিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে গমন করো। যারা আল্লাহর সাথে কুফরি করে, তাদের সাথে যুদ্ধ করো। জিহাদে গিয়ে গণিমতের মালের খিয়াণত করবে না। চুঙ্গিভঙ্গ করবে না। হাত-পা, নাক-কান কাটবে না। বিকলাঙ্গ বানাবে না। শিশুকে হত্যা করবে না। তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিবে। ইসলাম গ্রহণ না করলে জিজিয়া ধার্য করবে।

যুদ্ধে কোড শব্দ ব্যাবহারও নবীজিই প্রথম শুরু করেছিলেন। মেশকাত শরীফের হাদিস নং ৩৭৭২ নং হাদিস খন্দক যুদ্ধের সময় নির্ধারিত শব্দ ব্যবহার করার কথা ছিল। শব্দটি ছিল হাংমীম লা ইয়ুনসারুন। ৩৭৭৪ আবু বকরের সময় রাতেই আক্রমণ করা হতো। সাংকেতিক শব্দ ছিল আমিত, আমিত। ৩৭৭৩ কোন এক যুদ্ধে মুহাজিরদের সংকেত ছিল আব্দুল্লা এবং আনসারদের সংকেত ছিল আব্দুর রহমান।

তবে যতরকম যুদ্ধনীতিই মোহাম্মদ প্রবর্তন করুন না কেন, সবচাইতে উত্তম নীতি হিসেবে তিনি নিজের যুদ্ধনীতি কাউকে জানতে দেননি। শুধুমাত্র বিশিষ্ট সাহাবীরাই তাঁর নীতি জানতেন। অন্য জনজাতির কাছে নবীজির যুদ্ধনীতি ছিল সম্পূর্ণ অজানা। আর এই যুদ্ধনীতির মূল আদেশ এবং নির্দেশ লিখিত আছে কুরাণ শরীফে। মুসলিম শরীফের ৪৭০৭ নং হাদিসে হযরত ইব্ন ওমর জানাচ্ছেন রুসুলল্লাহ (স) বলেছেন, "তোমরা কোরাণ শরীফ নিয়ে ভ্রমণ করবে না। কেননা, শত্রু থেকে আমি নিরাপদ মনে করি না। এই সম্পর্কে আইউব (রা) বলেছেন, শত্রুরা হস্তগত করে তোমাদের সাথে তা নিয়ে বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হতে পারে।" হাদিসটি প্রমাণ করছে কুরাণ সবাইকার জানবার মত কিতাব নয়।

সমাপ্ত

পশ্চিমবঙ্গের গভীর সংকটের সমাধান অতি কঠিন

তপন ঘোষ

পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতি জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে। প্রতিদিন যেন আরও গুরুতর আকার ধারণ করছে। সমস্যা গভীরতর হচ্ছে। কোনরকম সমাধানের সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। এবছর দুর্গাপূজার বিসর্জন ও মহরমকে কেন্দ্র করে সারা রাজ্যে কমপক্ষে একশ স্থানে সাম্প্রদায়িক সঙ্ঘর্ষ ও দাঙ্গা হয়েছে, যার মধ্যে চার-পাঁচটি সংঘর্ষ খুব বড় আকারে হয়েছে। মালদার কলিগ্রাম ও কয়েক জায়গায় হিন্দুরা একতরফা মার খেয়েছে। কয়েকটি স্থানে মহরমের তাজিয়ার উপরে আক্রমণ হয়েছে। এমনকি তাজিয়া জালিয়েও দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও খুব দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান সংকটের গভীরতা ও বহুমাত্রিক সমস্যার জটিলতা বোঝার মত মানুষ খুব কমই আছে। অন্ততঃ পশ্চিমবঙ্গের ভিতরে সেরকম কাউকে আমি দেখতে পাচ্ছি না।

পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতি, সমস্যা ও ভবিষ্যৎ সংকট নিয়ে চিন্তা করছেন অনেকেই। কিন্তু খুব হতাশার সঙ্গে লক্ষ্য করছি এদের বেশিরভাগ মানুষেরই চিন্তা একমাত্রিক ও অবাস্তব। একটা তুলনা দেওয়া যাক। নীতিকথায় আছে, কোনও একটি লক্ষ্যে পৌঁছানোর পথ যদি অতি দীর্ঘ হয়, কিন্তু সেটাই যদি একমাত্র পথ হয়, তাহলে সেটাই ক্ষুদ্রতম পথ। পশ্চিমবঙ্গের সমস্যাকে যারা শুধু রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ দিয়ে দেখেন তাঁরা মনে করেন যে একটি দেশভক্ত হিন্দুত্ববাদী জাতীয়তাবাদী দল রাজ্যের ক্ষমতায় না বসলে এখানকার সমস্যা কোনও দিনই সমাধান হবে না। অর্থাৎ তাদের দৃষ্টিতে এটাই একমাত্র পথ। সেক্ষেত্রে এই পথ যত দীর্ঘই হোক না কেন সেই পথেই তো চলতে হবে! উপরের নীতিকথাটি দিয়ে এই পদ্ধতির সমর্থন করা যেতে পারে। কিন্তু এই পথটি দীর্ঘ ও সময়সাপেক্ষ হলে ততদিনে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, তা আর সংশোধনযোগ্য থাকবে কিনা-এটা কি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন নয়? নিজ পছন্দের দলকে ক্ষমতায় আনতে আনতে গোটা পশ্চিমবঙ্গটাই বর্ধিত বাংলাদেশ অথবা গ্রেটার বাংলাদেশ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা কি একেবারেই নেই? তাই উপরের এই নীতিকথা মেনে চললে এই বাংলাকে রক্ষা করা যাবে কি?

পশ্চিমবঙ্গের সমস্যা কখনই একমাত্রিক নয়। তা বহু বহুমাত্রিক। একটু আলোচনা করা যাক। এক, বাঙালীর স্বভাব বা প্রকৃতি। যথেষ্ট উদ্যমের অভাব। দ্বিতীয়ত, জনসংখ্যার ঘনত্ব ও জমির অভাব। অবশ্যই দেশভাগজনিত অতিরিক্ত জনসংখ্যার বোঝা এর একটা কারণ। তৃতীয়ত, বিপুল মুসলিম সংখ্যা, প্রায় ত্রিশ শতাংশ। ফলে রাজ্য রাজনীতিতে তার অনিবার্য প্রভাব। চার, শিক্ষিত বাঙালীর মানসিকতায় বামপন্থী বিকৃতি। একদা শিল্পসমৃদ্ধ বাংলার শিল্প বাণিজ্য ধ্বংসের একমাত্র কারণ এটি। পাঁচ, এসবের ফলে বাংলার অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা। ছয়, প্রতিবেশী বাংলাদেশে মোল্লা-মসজিদ-মাদ্রাসার জোরালো প্রভাবের ফলে সেদেশে ৯৫ শতাংশ মুসলিম জনসংখ্যার ধর্মান্ধতা। সাত, প্রতিবেশী বাংলাদেশে পাকিস্তানের আইএসআই ঘাঁটি গাড়ার ফলে পশ্চিমবঙ্গসহ সমগ্র পূর্বাঞ্চলে জেহাদী জঙ্গির বাড়বাড়ন্ত। আট, মিডিয়ার উপর ক্রস ও জেহাদি প্রভাবের ফলে সাধারণ মানুষের মনে বিভ্রান্তি। নয়, বাম আমলে দলবাজি ও অদূরদর্শিতায় শিক্ষার পরিকাঠামো সম্পূর্ণরূপে ভেঙে পড়া। দশ, পেট্রো ডলারের প্রভাবে পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র মসজিদ ও মাদ্রাসার নজরকাড়া বাড়বাড়ন্ত এবং পরিণামে মুসলিম সমাজে ধর্মান্ধতা বৃদ্ধি। এগারো, ৩০ শতাংশ মুসলিম ভোটের জন্য শাসকদলসহ সব দলেরই আত্মঘাতী মুসলিম তোষণ।

এতগুলি সমস্যার মধ্যে কোনো সমস্যাকেই গুরুত্ব কম দিয়ে পরে দেখা যাবে এরকম ভাবার অবকাশ নেই। ধরা যাক, জেহাদী জঙ্গি ও ধর্মীয় বিচ্ছিন্নতাবাদের সমস্যাকে অগ্রাধিকার দিয়ে যদি অর্থনৈতিক উন্নয়নকে অবহেলা করা হয় তাহলে দারিদ্রের সুযোগ নিয়ে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি মাথাচাড়া দিতে পারে, যা আমরা আদিবাসীপ্রধান এলাকায় মাওবাদের উত্থানের মধ্যে দেখেছি।

ছোট ছোট মুসলিম ছেলেদের লুঙ্গি ও টুপির ব্যবহার এবং মুসলিম মহিলাদের বোরখা ও হিজাবের ব্যবহার যত দিন যাচ্ছে ততই বাড়ছে। অর্থাৎ একদিকে প্রথাগত শিক্ষা বাড়ছে, অন্যদিকে তাদের ধর্মান্ধতা বাড়ছে। এই জনসংখ্যা ও ধর্মান্ধতাপ্রসূত পৃথক আইডেনটিটির জন্যই রাজনৈতিক দলগুলি মুসলিম তোষণের আত্মঘাতী নীতি নিতে বাধ্য হচ্ছে।

দৃশ্যান্তরে যাই। পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম নেতৃত্বের রণহুঙ্কার কানে আসছেই। ভারতের অন্যত্র মুসলমানরা দাবিদাওয়া করে। কিন্তু এরকম দাপিয়ে কথা বলেনা বা হুঙ্কার দেয় না। এখানে দিচ্ছে। এই ধর্মীয় রণহুঙ্কারের মধ্যে ধর্মীয় বিচ্ছিন্নতাবাদের সুর আমি অন্তত শুনতে পাচ্ছি। আমরা বাঙালী ঘরপোড়া গরু। একবার আমাদের বাংলা ভাগ হয়েছে। কোটি হিন্দু উদ্বাস্তু হয়েছে। আর এখন হচ্ছে কালিয়াচক, নলিয়াখালি, উস্তি, দেগঙ্গা, রূপনগর প্রভৃতি বহু স্থানে জেহাদী তান্ডব। আবার সেই ১৯৪০ এর দশকের সুর শোনা যাচ্ছে এই বাংলায়। ১৯৪৭-এর তুলনায় এবারের সংযোজন হল পেট্রোডলারের শক্তি ও আইএসআই-এর ভূমিকা। আমরা কি এই সংকটের মোকাবিলা করতে পারব? অনেকে মনে করেন ভোটের লোভে মুসলিম তোষণই এর একমাত্র কারণ। আমি সম্পূর্ণ ভিন্নমত। এই মুসলিম তোষণ 'কারণ' নয়, এটা হচ্ছে 'ফল'। কারণ অন্য। আমি দৃঢ়ভাবে মনে করি মুসলিমের বর্ধিত জনসংখ্যা এবং তার নির্বাধ 'র‍্যাডিক্যালাইজেশন'ই হল কারণ, তোষণ হল তার ফল। সকলের দৃষ্টি ঐ ফলের দিকে। কারণ অর্থাৎ গাছের দিকে কারও নজর নেই। ঐ গাছটাকে মারা দরকার। গাছ মানে মুসলিমসমাজ নয়। গাছ মানে মুসলিম সমাজের অনুপাতের অধিক সংখ্যা বৃদ্ধি ও সাম্প্রদায়িক মজহবী শিক্ষার বিস্তার। একটা উদাহরণ দেওয়া খুবই দরকার। ছোট ছোট মুসলিম ছেলেদের লুঙ্গি ও টুপির ব্যবহার এবং মুসলিম মহিলাদের বোরখা ও হিজাবের ব্যবহার যত দিন যাচ্ছে ততই বাড়ছে। অর্থাৎ একদিকে প্রথাগত শিক্ষা বাড়ছে, অন্যদিকে তাদের ধর্মান্ধতা বাড়ছে। এই জনসংখ্যা ও ধর্মান্ধতাপ্রসূত পৃথক আইডেনটিটির জন্যই রাজনৈতিক দলগুলি মুসলিম তোষণের আত্মঘাতী নীতি নিতে বাধ্য হচ্ছে। এই দুটিকে চ্যালেঞ্জ হিসাবে না নিয়ে শুধু রাজনৈতিক দলগুলির মুসলিম তোষণের সমালোচনা করলে কোন স্থায়ী লাভ হবে না।

এবার একটি বিষয়ে প্রবেশ করব যাতে বহু মানুষই আমার সঙ্গে একমত তো হবেনই না, এমনকি আমার ধারণা শুনে আমার উপর ক্ষেপে যাবেন। পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত ঘটনাবলীকে খুব কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করে আমার মনে হচ্ছে যে এই মুহূর্তে এই রাজ্যে একটা বড় লড়াই চলছে। তা হল মমতা বনাম মুসলমানের লড়াই। গত সাড়ে পাঁচ বছরে মমতা যেভাবে ইমামভাতা, সাইকেল, ছাত্রবৃত্তি, লোন, চাকরিতে সংরক্ষণ ও আরও বহুবিধ সুযোগ সুবিধা মুসলমানদের জন্য দিয়েছেন তা দেখে আমার ঐ ধারণার সঙ্গে সম্ভবতঃ কেউই একমত হবেন না। কিন্তু তবুও এই ধারণা থেকে আমি সরতে পারছিনা। একটা কথা আমি জোর দিয়ে বলব যে পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতি আমি মিডিয়ার চোখ দিয়ে দেখি না। সমস্ত ঘটনার রিপোর্ট সরাসরি আমার কাছে আসে। তা থেকেই আমার এই ধারণা তৈরি হয়েছে। কিন্তু তা বোঝাতে গেলে দীর্ঘ বিবরণ দিতে হবে। সে সময় ও শক্তি আমার নেই। তাই পাঠককে আমি অন্য একটা দিক দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করছি, যদিও পাঠক বুঝবেন এ আশা আমার অতি কম। ২০০৬ থেকে ২০১১ পর্যন্ত মমতা যখন সিপিএম বিরোধিতায় অলআউট খেলছেন, মানে সিপিএমকে পর্যদুস্ত করার জন্য কোন সুযোগই ছাড়ছেন না, কোন প্রচেষ্টাই বাদ দিচ্ছেন না - তা দেখে অনেকেই বলেছিলেন যে মমতা তিনটে বাঘের পিঠে চেপেছেন। মাওবাদী, মুসলমান ও গোর্খাল্যান্ড। এই তিনটে বাঘের মধ্যে কোন একটা বাঘ তাকে খাবে। ২০১১-এ মমতা ক্ষমতায় এলেন। কিছু সময়ের মধ্যেই দেখা গেল দুটো বাঘকে তিনি কাবু করে ফেলেছেন, মাওবাদী ও গোর্খাল্যান্ড। তাই তৃতীয় বাঘটির কাছে কি তিনি অত সহজে নতি স্বীকার করবেন? তাছাড়া তাঁর নেচার বা প্রকৃতি কিরকম? সহজে মাথা নিচু করা বা লড়াই ছেড়ে দেওয়া মমতার স্বভাবে আছে কি? এর বেশি ব্যাখ্যায় যাব না।

২০১৬-র বিধানসভার নির্বাচনের আগে তিনি যেভাবে সিদ্দিকুল্লা ও রেজ্জাক মোল্লাকে ট্যাকল করলেন তা কি চোখে পড়ার মতো নয়? তাছাড়া দাপুটে আইপিএস অফিসার নজরুল ইসলামকে যেভাবে অকেজো করে দিলেন তাও বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সিদ্দিকুল্লা, রেজ্জাক মোল্লা, নজরুল ইসলাম, সুকৃতিরঞ্জন বিশ্বাস ও আসামের বদরুদ্দিন আজমলরা যদি একজোট হয়ে যায় তা পশ্চিমবঙ্গের জীবনে এক ভয়াবহ অশনি সংকেত হবে। এছাড়া মুসলিম সমাজের আর একটি গোষ্ঠী, যার মধ্যে আছে অবাঙালী উর্দুভাষী রাজনৈতিক নেতা ও ইমাম মৌলবীদের দল - তাদেরই আওয়াজ আর হুঙ্কার বেশি শোনা যায়। কিন্তু তাদের ভোটের শক্তি কম। এই বাঙালী মুসলমান ও উর্দুভাষী মুসলমানের মধ্যে একটা গ্যাপ তৈরি করে রাখা এবং সুযোগ পেলেই তাদের এই ব্যবধান আরও বাড়িয়ে দেওয়া, মমতা সেই চতুর খেলাটা খেলছেন বলে আমি মনে করি। গত ৫ই নভেম্বর সিদ্দিকুল্লার সভায় মমতার বিশেষ দূত পাঠানো এই খেলারই একটা অঙ্গ বলে আমি মনে করি। ইমাম বরকতি, ত্বহা সিদ্দিকি, সুলতান - ইকবাল আহমেদদেরকে ব্যাল্যান্সে রাখার জন্যই এই চাল হতে পারে।

সিদ্দিকুল্লা, রেজ্জাক মোল্লা, নজরুল ইসলাম, সুকৃতিরঞ্জন বিশ্বাস ও আসামের বদরুদ্দিন আজমলরা যদি একজোট হয়ে যায় তা পশ্চিমবঙ্গের জীবনে এক ভয়াবহ অশনি সংকেত হবে।

আর একটি প্রসঙ্গ বলেই শেষ করব। মোদী, পশ্চিমবঙ্গ বিজেপি ও মমতা। পশ্চিমবঙ্গের ভাগ্য নির্ধারণে মোদীজী এবং বঙ্গ বিজেপিরও একটা বড় ভূমিকা অবশ্যই আছে। অনেকেরই ক্ষোভ, মোদীজী সেই ভূমিকা ঠিকভাবে পালন করছেন না। না হলে সারদা তদন্ত মাঝপথে থেমে যায় কেন? 'ভাগ মদন ভাগ'-এর পরে 'ভাগ মুকুল ভাগ' পর্যায়ে গেল না কেন? বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতা সিদ্ধার্থনাথ সিং-কে হাসির খোরাক হতে হল কেন? যারা এই ক্ষোভে ফুঁসছেন তাদের দেখে আমার করুণা হয়। সারদা দিয়ে মদন মুকুলকে ফেলে তারপর মমতাকে নিশ্চয়ই কুপোকাৎ করা যেত। হয়তো জেলেও ঢোকানো যেত। কিন্তু তারপর বাংলার রাস্তায় রক্তের নদী বইত। মমতার পুলিশ নিস্ক্রিয় থাকত। আইন শৃঙ্খলা ভেঙে পড়ত। সংবিধানের ৩৫৬ ধারা প্রয়োগ করে রাষ্ট্রপতি শাসন লাগু করতে হত। কিন্তু কতদিন? ৩৫৬ ধারার ঊর্ধসীমা ছয় মাস। সুতরাং মাত্র ছয় মাস পরেই ইলেকশন করতে হত। রাষ্ট্রপতি শাসন আরও ছয় মাসের জন্য এক্সটেনড্ করা যায়। কিন্তু কংগ্রেসী রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জী বারবার সই দেবেন এটা আশা করা খুব বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

যাই হোক, ছয় মাস বা এক বছরের মধ্যে রাজ্য বিজেপি কি ক্ষমতা দখলের মত অবস্থায় যেতে পারত? হাওয়ায় না ভেসে মাটিতে পা থাকলে বোঝা যায় - তা সম্ভব নয়। তাহলে ক্ষমতায় ফিরে আসবে কে? হয় আবার তৃণমূল, অথবা কংগ্রেস-সিপিএম জোট। কংগ্রেস-সিপিএম জোটকে অক্সিজেন জোগানো কি দেশের পক্ষে ভালো না মোদীর পক্ষে ভালো? দিল্লিতে মোদীকে ক্ষমতাচ্যুত করতে কে বেশি জান লড়িয়ে দেবে? মমতা না কংগ্রেস-সিপিএম জোট? তাই আমি মনে করি, মোদীর কাছে মমতাকে ঘাঁটানোর কোন অপ্শন নেই। এছাড়া আছে বাংলাদেশের সঙ্গে মোদীর সম্পর্কের উন্নতিতে মমতার ভূমিকা। এর থেকেও বড় কথা হল বাংলাদেশে প্রশাসন ও মোল্লাতন্ত্র উভয়ই আইএসআই-এর নিয়ন্ত্রণে। তাই বাংলাদেশ থেকে ভারতে জঙ্গি, অস্ত্র, জালনোট ও নেশার ড্রাগ সীমান্ত দিয়ে ঢুকিয়ে শুধু পশ্চিমবঙ্গেরই ক্ষতি করা হবে না, এগুলো দিয়ে সারা ভারতের প্রশাসন ও জনজীবনকে তছনছ করা হবে এবং এগুলো হবে আমাদের জাতীয় নিরাপত্তার পক্ষে এক বিরাট সমস্যা। এগুলো কি মোদীজীর মাথা ব্যথার কারণ নয়? অথচ পশ্চিমবঙ্গে অদূর ভবিষ্যতে তাঁর দল ক্ষমতায় আসতে পারবে না। তাহলে দেশের নিরাপত্তার কথা ভেবে মোদীজীকে কি মমতার সঙ্গে একটা ন্যূনতম সমঝোতা করতে হবে না? এছাড়া ২০১৯-এ লোকসভা নির্বাচনে ফলের অনিশ্চয়তা মোদীজীকে মমতার সঙ্গে চরম শত্রুতা করতে আটকাচ্ছে বলে আমি মনে করি।

আমার আর একটি পর্যবেক্ষণ হল এই যে, মমতা এ রাজ্যের মুসলমানদেরকে দুহাতে ঢেলে দিয়েও সন্তুষ্ট করতে পারেননি। ২০১৩ নলিয়াখালি, ২০১৬-র কালিয়াচক এবং আরও বহু ঘটনাকে আমি শুধু সাধারণ হিন্দুবিরোধী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা রূপে দেখি না। আমার ধারণায় এগুলো মমতা ও তাঁর প্রশাসনকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেওয়া।

পশ্চিমবঙ্গের সমস্যা ও সংকটের কয়েকটি মাত্র দিক নিয়ে আমি আলোচনা করলাম। এছাড়াও আরও অনেক ডাইমেনশন আছে। সীমান্তবর্তী রাজ্য হওয়ায় সেগুলি আরও জটিল আকার ধারণ করছে। মোদীজী ও মমতা দুজনে মিলে এর সামাল দেওয়ার চেষ্টা করছেন বলেই আমি মনে করি। মোদীভক্ত ও মমতা ভক্ত - এই দুই শ্রেণির মানুষের পক্ষেই এটা বোঝা বেশ কঠিন। তার ফলেই এই বিভ্রান্তি ও অসন্তোষ। এই অবস্থায় আমি মনে করি, রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও পরিণামের দিকে বেশি নজর না দিয়ে গ্রামে গ্রামে হিন্দুদের একটা শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তোলার দিকে নজর দেওয়া দরকার। সেই প্রতিরোধ কোন দলীয় ছাপ না রেখে সমস্ত হিন্দুদের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধই পশ্চিমবঙ্গকে বাঁচাতে পারবে বলে আমি মনে করি।

পাক চরবৃত্তির দায়ে ধৃত রাজ্যসভার সাংসদের সহকারী

পাকিস্তানি চর-চক্রের তদন্তে এবার জড়াল রাজনীতিকের নামও। গত ২৯শে অক্টোবর রাতে সমাজবাদী পাটির রাজ্যসভার সাংসদ মুনাব্বর সেলিমের ব্যক্তিগত সহকারী ফারহাতকে গ্রেফতার করেছে দিল্লি পুলিশ। গত ২৬শে অক্টোবর, বুধবার দিল্লি চিড়িয়াখানায় পাক হাইকমিশনের কর্মী মেহবুব আখতার ও দুই ভারতীয় মৌলানা রমজান ও সুভাষ জাহাঙ্গিরকে গ্রেফতার করে পুলিশ। তাদের দাবী, সীমান্তে বিএসএফের গতিবিধি সংক্রান্ত গোপন নথি হস্তান্তরের সময়ে ওই তিনজনকে হাতেনাতে ধরা হয়েছে। এরপর যোধপুর থেকে গ্রেফতার হয় শোয়েব নামে এক ভিসা এজেন্ট। সেও আখতারকে তথ্য সরবরাহ করত বলে অভিযোগ। মেহমুদকে বহিষ্কার করেছে ভারত সরকার।

২৯শে অক্টোবর রাতে দিল্লিতে সমাজবাদী পাটির সাংসদ মুনাব্বর সেলিমের ব্যক্তিগত সহকারী ফারহাতকে গ্রেফতার করে দিল্লি পুলিশের একটি দল। পুলিশ সূত্রে খবর, মেহমুদ আখতারকে জেরা করেই ফারহাতের খোঁজ পান গোয়েন্দারা। মেহমুদ জানায়, পাক হাইকমিশনের পাঁচ জন কর্মী এই চর-চক্র চালাত। সে ছাড়াও এই দায়িত্বে ছিল সৈয়দ ফারুক, খাদিম হুসেন, শাহিদ ইকবাল ও ইকবাল চিমা। পুলিশের দাবী, ফারহাতকে তার 'অন্যতম সহকারী' বলে উল্লেখ করেছে মেহমুদ। সাংসদের ব্যক্তিগত সহকারী হিসেবে ফারহাত কিছু গোপন নথির নাগাল পেয়েছিল। সেগুলি সে মেহমুদ আখতারকে পাচার করেছে। তবে কবে, কীভাবে মেহমুদের সঙ্গে ফারহাতের যোগাযোগ হয় তা এখনও স্পষ্ট নয়। ফারহাতকে জেরা করে চক্রের আরও কয়েকজন সদস্যের হদিস পাওয়া গিয়েছে। ৩০শে অক্টোবর ফারহাতকে ১০ দিনের পুলিশ হেফাজতে পাঠিয়েছে আদালত। বাকি তিন ধৃতের সঙ্গে বসিয়ে তাকে জেরা করতে চান গোয়েন্দারা।

পুলিশ সূত্রের খবর, যেসব গোপন নথি পাক চরদের হাতে এসেছে তা নিরাপত্তাবাহিনী ও সরকারের কর্তাদের সাহায্য ছাড়া পাওয়া সম্ভব নয়। ফলে তদন্ত কোন পথে এগোবে এখনই তা বলা যাচ্ছে না।

বসিরহাটে হিন্দুদের অনুষ্ঠানে দুষ্কৃতীদের হামলা, গ্রেফতার হাফিজুল মোল্লা

গত ১৪ই অক্টোবর উঃ ২৪ পরগণা জেলার বসিরহাট ২নং ব্লকের রাজেন্দ্রপুর অঞ্চলের খড়িডাঙ্গা স্কুলমাঠে বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল গ্রামবাসীরা। অনুষ্ঠান চলাকালীন পাশের মিনাখাঁ থানার চাঁপালী গ্রামের কুখ্যাত সমাজবিরোধী মজনু গাজীর নেতৃত্বে দশ থেকে পনেরো জন মদ্যপ অবস্থায় অনুষ্ঠান দেখতে দেখতে কল্পনা মন্ডল, লক্ষী মন্ডল সহ গ্রামের অন্যান্য মেয়েদের দিকে কুৎসিত অঙ্গভঙ্গী করতে থাকে। স্থানীয় গ্রামবাসীরা তাদের বোঝানোর চেষ্টা করেন কিন্তু বিফল হন। এরপর তাদেরকে চলে যেতে বললে গন্ডগোল শুরু হয়। উভয়পক্ষের মধ্যে ঠেলাঠেলি হয়। এরপর ওইসব দুষ্কৃতীরা গ্রামবাসীদের শাসিয়ে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে আসার হুমকি দিয়ে চলে যায়। পরে পুলিশ আসে ও স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের হস্তক্ষেপে মিটমাট হয়।

১৯শে অক্টোবর সকাল সাতটা নাগাদ শান্তনু বাছাড় নামে এক গ্রামবাসী গাঁড়াকুপ বাজারে মাছ বিক্রি করতে গেলে মজনু গাজীর নেতৃত্বে প্রায় পঞ্চাশজন দুষ্কৃতী তাকে তুলে নিয়ে যায় এবং বেধড়ক মারতে থাকে। যারা ঠেকাতে গিয়েছিল তারাও ছাড় পায়নি। এরপর স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত প্রতিনিধি হস্তক্ষেপ করে ছাড়িয়ে শান্তনুকে বাড়ি পাঠায়। গ্রামবাসী ক্ষিপ্ত হয়ে বদলা নিতে একত্রিত হয় কিন্তু প্রশাসন ও কমব্যাট ফোর্স হিন্দু গ্রাম ঘিরে ফেলে। গ্রামবাসী এরপর থানায় যায় এবং মজনু গাজী, সৈফুদ্দিন মোল্লা, কালু মোল্লা সহ অন্যান্যদের নামে FIR করে। FIR No-1252/16। মুসলিম দুষ্কৃতীরা থানায় যাওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি করে এবং হুমকি দেয় যে কেস করলে প্রাণে মেরে ফেলবে। শেষ পর্যন্ত প্রাপ্ত খবর অনুযায়ী পুলিশ হাফিজুল মোল্লা, পিতা-এফারতুল্লা মোল্লা নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে।

বীরভূমের মহম্মদ বাজারে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা, নামলো র‍্যাফ

গত ১৪ই অক্টোবর, শুক্রবার বীরভূমের মহম্মদ বাজারে বিসর্জনের সময় হিন্দু মেয়েদের শ্লীলতাহানি করার চেষ্টা করে কিছু মুসলিম যুবক। কিন্তু স্থানীয় হিন্দুদের দৃঢ়তায় তাদের উদ্দেশ্য সফল হয়নি। পরেরদিন সকালে ঐ মুসলিম যুবকেরা অমিত ব্যানার্জী নামে এক ব্যক্তিকে মহম্মদ বাজারে বেধড়ক মারধোর করে। অমিত ব্যানার্জীকে মরণাপন্ন অবস্থায় সিউড়ি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসের স্থানীয় পার্টি অফিস ভাঙচুর করা হয় বলেও খবর পাওয়া গেছে। এই ঘটনায় এলাকার হিন্দুদের মধ্যে প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি হয় এবং তারা বাজার বন্ধ করে দেয় এবং রাস্তা অবরোধ করে। হিন্দুরা এই জেহাদি হামলার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর পরেই স্থানীয় প্রশাসন ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে র‍্যাফ নিয়ে আসা হয়। পুলিশ কোনও এফআইআর গ্রহণ করতে অস্বীকার করছে বলে সূত্র মারফত জানা গেছে।

ছয়জন সন্দেহভাজন জঙ্গি গ্রেফতার কেরালায়

গত ৩রা অক্টোবর কেরালার কান্নুর এবং কোঝিকোড় থেকে আইসিসের সাথে সম্পর্ক থাকার অভিযোগে ছয়জন সন্দেহভাজনকে গ্রেফতার করে এনআইএ। ধৃতদের কাছ থেকে অস্ত্র এবং আপত্তিজনক ইলেক্ট্রনিক ডিভাইস পাওয়া গেছে। নির্দিষ্ট খবরের ভিত্তিতে এনআইএ-র বিশেষ টিম, কেরল পুলিশ, দিল্লি পুলিশ, তেলেঙ্গানা পুলিশের যৌথ অভিযানে এই ছয়জনকে গ্রেফতার করা হয়। ধৃতরা দেশের বিভিন্ন স্থানে নাশকতা চালানোর পরিকল্পনা করেছিল বলে আগাম খবর ছিল এনআইএ-র কাছে।

কান্নুরের কনকমালা হিল টপ থেকে পাঁচজন এবং কোঝিকোড়ের কুট্টিয়াডি থেকে একজনকে আটক করা হয়। ধৃতদের নাম মনসিদ (৩০), আবু বশির (২৯), সালে মোহাম্মদ টি (২৬), সাফুয়ান পি (৩০), জসিম এন কে (২৫) এবং রমশিদ নাগিলান (২৪)।

কেরল থেকে নিরুদ্দেশ হওয়া ২১ জন যুবকের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে কেস দায়ের করেছে এনআইএ। সন্দেহ করা হচ্ছে নিরুদ্দিষ্ট এই যুবকেরা আফগানিস্তান হয়ে ইতিমধ্যেই সিরিয়ার পৌঁছে গেছে।

কালীপূজার মন্ডপে মুসলমান দুষ্কৃতিদের তান্ডব

দক্ষিণ ২৪ পরগণার ফলতা সংলগ্ন নুরপুরে ২রা নভেম্বর কালীপূজার মন্ডপে হামলা চালালো একদল মুসলিম দুষ্কৃতি। প্রায় ৬০ জন মুসলমান যুবক মন্ডপে এসে গন্ডগোল করার চেষ্টা করে। মহিলাদের শ্লীলতাহানির চেষ্টাও করা হয়। স্থানীয় হিন্দুরা রুখে দাঁড়ালে একটা বচসার সৃষ্টি হয়। দুই দলের মধ্যে মারাত্মক সংঘর্ষ বাঁধে। উভয়পক্ষের লোকেরাই কমবেশী আহত হয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনলেও মুসলিমদের মধ্যে একটা চাপা উত্তেজনা লক্ষ্য যাচ্ছে।

তিন তালাকের সমর্থনে রাজ্য জুড়ে কর্মসূচি মুসলিম সমাজের

১৯৪৬ সালের ১৬ই আগস্ট জিন্নাহর নেতৃত্বে মুসলিম লীগ ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে-র আহ্বান জানিয়েছিল। কলকাতার হিন্দুরা সেই ''ডাইরেক্ট অ্যাকশন''-এর অর্থ বুঝতে পারেনি। তারা ভেবেছিল ওটাও বোধহয় গান্ধীর নিরামিষ আন্দোলনের মতই কিছু একটা হবে। কিন্তু হিন্দুদের সেই ধারনা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল যখন শহীদ মিনার ময়দানের মিটিং-এর পরে মুসলিমরা আল্লাহু আকবর বলে হিন্দুদের উপর ঝাঁপিয়ে পরলো।

দীর্ঘদিনের প্রতিবেশী মুসলমানদের রূপ মুহূর্তের মধ্যে বদলে গেল। ঝাঁপিয়ে পড়ল তারা পাশের হিন্দুবাড়ির গণিমতের মাল লুট করতে। সুরাবর্দীর প্রশাসন নিশ্চল হয়ে রইলো আর মুসলিমরা বিনা বাধায় তাদের তান্ডব চালিয়ে যেতে লাগলো কলকাতার বিভিন্ন রাস্তায়, অলিগলিতে। বেছে বেছে লুট হল হিন্দুদের দোকান, ধর্ষণ করা হল হিন্দু মহিলাদের। হিন্দুদের তৎকালীন অবতার গান্ধীর তরফ থেকে হিন্দুদের রক্ষা করার জন্য কোনও ভুমিকা নেওয়া তো দূরের কথা, একটা শব্দ পর্যন্ত খরচ করা হল না যতক্ষণ না গোপাল মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে হিন্দুরা পালটা প্রতিরোধ গড়ে তোলে এবং পালটা আক্রমণ করে মুসলমানদের পিছু হটে যেতে বাধ্য করে।

নরেন্দ্র মোদীর সরকার সুপ্রিম কোর্টে তিন তালাকের বিরুদ্ধে হলফনামা জমা দেওয়ায় পশ্চিমবঙ্গে মুসলিমরা সেই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আগামী ১৮ থেকে ২০শে নভেম্বর রাজ্য জুড়ে বিক্ষোভ কর্মসূচির উদ্যোগ নিয়েছে। ঘরপোড়া হিন্দুরা যদি ইতিহাস থেকে কিছুটা শিক্ষা নিয়ে থাকে তাহলে বুঝতে পারবে যে এই বিক্ষোভ শুধু কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে নয়, বরং নিজেদের ক্ষমতা জাহির করার অন্যতম উপলক্ষ হতে চলেছে। কালিয়াচক, তুফানগঞ্জ, ইলামবাজার, ঢোলাহাট প্রভৃতি স্থানে থানা আক্রমণ বা ২৪শে নভেম্বর, ২০১৪ তারিখে কলকাতার শহীদ মিনারে সিদ্দিকুল্লা চৌধুরীর সভায় তিনজন আইপিএস অফিসারসহ পুলিশকর্মচারীদের আক্রমণ সেই ক্ষমতা প্রকাশের ট্রেলার মাত্র। ১৮ থেকে ২০শে নভেম্বর সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে এক বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে বলে ওয়াকিবহল মহলের ধারণা।

তিন সন্তানের পিতা ইমাম আলী অ্যাসিড ছুঁড়ে খুন করলো হিন্দু যুবতী মৌ রজককে

তিন তিনটি বাচ্চার বাবা ইমাম আলি মন্ডল নিজের আসল পরিচয় গোপন করে হিন্দু পরিচয় দিয়ে প্রেমের জালে ফাঁসিয়েছিল হাঁসখালি, নদীয়ার গাজনা গ্রামের মৌ রজককে (১৮ বছর)। ইমামের আসল পরিচয় জানতে পারার পরে মৌ তার সাথে সম্পর্ক রাখতে অস্বীকার করে এবং তার আরেকজন বন্ধু, যার সাথে ইমাম নতুন করে সম্পর্ক শুরু করতে যাচ্ছিল, তাকেও ইমামের আসল পরিচয় জানিয়ে সাবধান করে দেয়। কাফেরের মেয়ের এত বড় গুনাহ ইমামের মত মোমিন কি আর মেনে নিতে পারে? তাই নবমীর রাতে অ্যাসিড দিয়ে ঝলসে দিল মৌ এবং তার মা-র শরীর। তীব্র অ্যাসিডে মৌ-এর ফুসফুস পর্যন্ত ঝলসে গেল। গত দশদিন ধরে হাসপাতালে যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে গত ১৮ই অক্টোবর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে মৌ রজক। কোন প্রতিবাদ নেই সিভিল সোসাইটির। কারণ, মৌ যে হিন্দু।

উত্তর দিনাজপুরের চোপড়ায় দুর্গাপূজায় বাধা

গত ২রা অক্টোবর উত্তর দিনাজপুরের চোপড়ায় মুলুক ডাঙ্গী যুব সংঘের ছেলেরা গাড়ি থামিয়ে দুর্গাপূজার চাঁদা তোলার সময় প্রতিবেশী গ্রামের আলিউর রহমান তাতে বাধা দিয়ে বচসা শুরু করে এবং পরে দলবল নিয়ে এসে হুমকি দেয়। এখানে লক্ষনীয় যে, গাড়ির চালকের সঙ্গে কোন বাদানুবাদ হয়নি। হিন্দু সংহতির কর্মী, সুব্রত ভৌমিকের উদ্যোগ স্থানীয় থানায় অভিযোগ জমা দেয় হিন্দুরা। এবং প্রশাসন সহযোগিতার আশ্বাস দেয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ওই স্থানে হিন্দুরা সংখ্যালঘু এবং মহরমের সময় মালদা থেকে শুরু করে পাহাড়ের নীচ পর্যন্ত ন্যাশনাল হাইওয়ের উপরে অসংখ্য স্থানে মুসলমানরা অস্ত্র হাতে গাড়ি থামিয়ে চাঁদার জুলুম করে।

তলোয়ার রাখার অভিযোগ ঃ ধৃত ১১ সংহতি কর্মী

গত ২৭ অক্টোবর, বৃহস্পতিবার জয়নগর এবং বারুইপুরের মোট এগারো জন হিন্দু সংহতি কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদের কাছ থেকে তলোয়ার পাওয়া গেছে বলে অভিযোগ। তাদের বিরুদ্ধে আর্মস অ্যাক্ট সহ ডাকাতির মিথ্যা কেস দেওয়া হয়েছে। তাদের বারুইপুর কোর্টে তোলা হলে দুজনকে পুলিশ হেফাজতে এবং বাকি ন'জনকে জেল হেফাজতে পাঠানো হয়। পরে পুলিশ হেফাজতে থাকা দুজনকে জেল হেফাজতে পাঠানো হয়। এগারোই নভেম্বর আবার সবাইকে বারুইপুর আদালতে তোলা হবে। হিন্দু সংহতি অভিযুক্তদের এবং তাদের পরিবারবর্গের প্রতি সমস্ত ধরণের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে।

চাঁচল কলিগ্রামের উত্তর পাড়ায় পুনরায় জেহাদি আক্রমণ

সূত্র থেকে প্রাপ্ত খবর অনুসারে মালদা জেলার কলিগ্রামের উত্তর পাড়ায় হামলা চালিয়েছে জেহাদিরা। মসজিদ থেকে করা আহ্বানে প্রায় হাজার বিশেক জেহাদি মুসলিম ঐ এলাকায় জড়ো হয়েছিল বলে জানা গেছে। র‍্যাফের সাথে সংঘর্ষে র‍্যাফ-এর দুইজন জওয়ান গুরুতর আহত হওয়ার পরে র‍্যাফ বাহিনীও এলাকা থেকে পালিয়ে গেছে বলে খবর পাওয়া গেছে। তবে মালদার উচ্চপদস্থ পুলিশ আধিকারিক এই খবরের সত্যতা স্বীকার করেননি। এলাকার হিন্দুরা নিরাপত্তাহীন অবস্থায় জেহাদি আক্রমণের সামনে অসহায় অবস্থায় রয়েছে। প্রাপ্ত খবর অনুযায়ী, মালদার এসপি ও ডিএম বর্তমানে চাঁচোলে গিয়েছেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে প্রশাসন সমস্ত রকম ব্যবস্থা নেবে বলে মালদার এসপি জানিয়েছেন।

নাবালিকার শ্লীলতাহানি, আটক মিন্টু গাজী

উত্তর ২৪ পরগণার হাসনাবাদ থানায় ভেবিয়া বাজারে শ্লীলতাহানির শিকার হলো কাউগাছি গ্রামের বাসিন্দা বাতাসী দে (নাম পরিবর্তিত) নামে এক নাবালিকা। বাতাসীর অভিভাবকদের অভিযোগের ভিত্তিতে সেই একই গ্রামের বাসিন্দা জনৈক মিন্টু গাজীকে আটক করে হাসনাবাদ থানার পুলিশ।

গত ৩০শে সেপ্টেম্বর রাত প্রায় ৯টা নাগাদ ভেবিয়া বাজার থেকে পূজার বাজার সম্পন্ন করে মায়ের সাথে বাড়ি ফিরছিল বাতাসী। অভিযুক্ত মিন্টু গাজী রাস্তায় সাইকেল দিয়ে ধাক্কা মারে বাতাসীর মাকে। বচসা শুরু হলে মিন্টু বাতাসীর উপরে চড়াও হয় এবং শ্লীলতাহানি করে। চিৎকার চেঁচামেচিতে লোকজন জড়ো হলে মিন্টু গা ঢাকা দেয়। ওই রাতেই বাতাসীর মা এবং বাবা কাউগাছির অস্থায়ী পুলিস ক্যাম্পে মিন্টুর নামে অভিযোগ দায়ের করে। অভিযোগের ভিত্তিতে রাত প্রায় ১টা নাগাদ হাসনাবাদ থানার পুলিশ মিন্টু গাজীকে আটক করে।

হিন্দু সংহতির বুক স্টল কলকাতার আমহার্স্ট স্ট্রীটে

এই প্রথমবার কলকাতার বুকে হিন্দু সংহতি বুক স্টল দিল। পাঁচদিন ব্যাপী এই বুক স্টলে প্রচুর মানুষ জাতীয়তাবাদী বই পড়া ও কেনার জন্য আগ্রহ দেখায়। একটি লিফ্‌লেটও স্টল থেকে সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে বিলি করা হয়। তাতে হিন্দু সংহতির উদ্দেশ্য কি তা কতগুলি সূত্রের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়। লিফ্‌লেট পড়ে বহু মানুষ হিন্দু সংহতির সদস্যপদ গ্রহণের আগ্রহ প্রকাশ করেন।

মধ্য কলকাতার প্রাণকেন্দ্র 'আমহার্স্ট স্ট্রীট সার্বজনীন কালিপূজা' যেমন ঐতিহ্যবাহী তেমনি জনপ্রিয়। চার-পাঁচ দিন ধরে বহু মানুষের ঢল নামে প্রতিমা দর্শন করতে। হিন্দু সংহতি সেখানেই বইয়ের স্টল দিয়েছিল।

কালীপূজা উপলক্ষে হাওড়ার আমতায় হিন্দু সংহতির পক্ষ থেকে বইয়ের স্টল দেওয়া হয়। বই বিক্রির সঙ্গে সঙ্গে সেখানেও প্রচুর মানুষ হিন্দু সংহতি নিয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেন। হাওড়া জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মী মুকুন্দ কোলে বইয়ের স্টলের পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেন।

কালী মায়ের ভাসানকে কেন্দ্র করে মিনাখাঁয় সংঘর্ষ

ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগণার মিনাখাঁ চৈতল গ্রাম পঞ্চায়েতের আমোদপুর গ্রামে। গত ৯ই নভেম্বর রাত ৯টা নাগাদ চৈতল আমোদপুর গ্রামের একতা সংঘের কিছু সদস্য ও গ্রামবাসীরা বিদ্যাধরী নদীতে ঠাকুর বিসর্জন দিতে যান। ভাসান সেরে বাড়ি ফেরার পথে বক্স ও আনুসাঙ্গিক বাদ্যযন্ত্র বন্ধ রাখা হয় এবং ঠিক চৈতল পঞ্চায়েত অফিসের সামনে বাবুর আলি শেখ (৩০), সাইফুদ্দিন শেখ (৩২), সাহাবুদ্দিন শেখ (৩২) নামে তিন যুবক মদ্যপ আবস্থায় তাঁদের পথ আটকায় আর তাদের জোরে জোরে বক্স চালাতে বলে। কিন্তু বিসর্জন করতে আসা যুবকদের মধ্যে গণেশ মন্ডল (৪৫), সুশান্ত নস্কর (২৪), দিলীপ নস্কর (৩২) নামে তিন যুবক ও আরো কয়েকজন বক্স বাজাতে রাজি হয়নি। এই কারণে তাদের মারধোর করে মুসলিম যুবকেরা। ওই সময় গণেশ মন্ডলের স্ত্রী তার স্বামীকে ছাড়াতে গেলে তাঁকেও মারধোর করা হয়। তিনি পুনরায় বাধা দিতে গেলে তাঁর শাড়ি খুলে শ্লীলতাহানি করা হয় বলে অভিযোগ।

কালীপ্রতিমা বিসর্জনকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ হুগলীর সিঙ্গুরে

কালীপূজার বিসর্জনকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষের খবর পাওয়া গেল হুগলীর সিঙ্গুর থানার বলরামবাটী সংলগ্ন গ্রাম রাজারামরামবাটীতে (পোঃ-বাসুবাটী)। গত ৪ঠা নভেম্বর রাজারামবাটীর ঘড়ুই পাড়ার কালীপ্রতিমা নিরঞ্জন করার জন্য স্থানীয় যুবকেরা প্রতিমা নিয়ে পাশের নাপিত পাড়ার দিকে রওনা হয়। পথে একটি মুসলমান পাড়ার মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময় স্থানীয় মুসলমানরা সাউন্ড বক্স বাজাতে নিষেধ করে বলে যে, এখানে মসজিদ আছে বক্স বাজানো যাবে না। হিন্দুরা নিষেধ না মানলে মুসলমানরা বলে, মসজিদে বোম ফাটানো হচ্ছে এই মিথ্যা অভিযোগ করে মুসলমানরা গন্ডগোল পাকানোর চেষ্টা করে। হিন্দু যুবকেরা রুখে দাঁড়ায়। অবস্থা বেগতিক দেখে মুসলমানরা পুলিশকে খবর দেয়। পুলিশের হস্তক্ষেপে কালীপ্রতিমা পূর্ব নির্ধারিত পথে নাপিত পাড়াতেই বিসর্জন হয়। বর্তমানে পুলিশ মোতায়েন আছে।

গুজরাত উপকূলরক্ষী বাহিনীর হাতে আটক সন্দেহজনক পাক নৌকা

গুজরাত উপকূলের কিছু দূর থেকে ৯ জন পাকিস্তানি নাগরিক সহ একটি সন্দেহজনক পাক নৌকা আটক করল ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনী। আরব সাগর থেকে আটক হওয়া এই নৌকাটিকে গুজরাতের পোরবন্দরে নিয়ে আসা হয়েছে। কী উদ্দেশ্যে পাক জলযানটি গুজরাত উপকূলের কাছাকাছি এসেছিল, তা খতিয়ে দেখার জন্য পোরবন্দরেই ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

২রা অক্টোবর, রবিবার সকাল ১০টা ১৫ মিনিট নাগাদ পাক নৌকাটিকে আরব সাগর থেকে আটক করা হয়। গুজরাত উপকূলরক্ষী বাহিনীর জাহাজ আইসিজিএস সমুদ্র পাবককে সেখানে পাঠানো হয়। বাহিনী পাক জলযানটিকে আটক করে। যে ৯ জনকে আটক করা হয়েছে, তাঁরা নিজেদের মৎস্যজীবী বলে দাবি করেছেন। কিন্তু মৎসজীবীরা পাকিস্তানে জলসীমা ছাড়িয়ে গুজরাত উপকূলের খুব কাছাকাছি কেন চলে এলেন, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে।

উরি হামলার পর থেকেই দেশজুড়ে নিরাপত্তা কঠোর করা হয়েছিল। পাক অধিকৃত কাশ্মীরে ঢুকে ভারত সার্জিক্যাল স্ট্রাইক করার পর দেশজুড়ে সতর্কতা আরও বাড়ানো হয়েছে। কারণ পাকিস্তানের তরফ থেকেও প্রত্যাঘাত আসার আশঙ্কা রয়েছে। সে প্রত্যাঘাত সরাসরি পাক সেনার দিক থেকে আসতে পারে, জঙ্গিদের তরফ থেকেও আসতে পারে। সেই কারণেই গুজরাত উপকূলের কাছে পাক জলযানের সন্দেহজনক গতিবিধিকে হালকা ভাবে দেখছে না উপকূলরক্ষী বাহিনী।

ফের কাশ্মীরের সেনাঘাঁটিতে জঙ্গি হানা ঃ সংঘর্ষে মৃত ২ জঙ্গি

ভারতীয় সেনাবাহিনীর সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের ৭২ ঘন্টার মধ্যে কাশ্মীর উপত্যকায় সেনাঘাঁটিতে ফের আত্মঘাতী হামলা চালাল পাকিস্তান মদতপুষ্ট চার থেকে পাঁচজন ফিদায়েঁ (আত্মঘাতী জঙ্গি)। ২রা অক্টোবর রাত সাড়ে দশটা নাগাদ শ্রীনগর থেকে ৫৪ কিলোমিটার দূরে বারামুলা শহর লাগোয়া জাঁবাজপোরা সেনাঘাঁটিতে এই হামলা করা হয়েছে। গুলির বিনিময়ে নিহত হয় দুই জঙ্গি।

শ্রীনগর থেকে সেনাবাহিনীর ১৫ নং কোরের কর্নেল রাজেশ কালিয়া জানিয়েছেন, রাষ্ট্রীয় রাইফেলসের ৪৬ নং ব্যাটালিয়নের ক্যাম্পে দু'দিক থেকে হামলা চালায় জঙ্গিরা। ঠিক উরিতে সেনা সদর দফতরে যেভাবে হামলা চালিয়েছে জঙ্গিরা, এদিনও সেভাবেই হামলা চালায় তারা। প্রথমে বেশ কয়েকটি গ্রেনেড ছোঁড়ে। তার পর এলোপাথাড়ি গুলি বৃষ্টি শুরু করে। কিন্তু সেনা জওয়ানদের তৎপরতায় তারা মূল সেনা শিবিরে ঢুকতে ব্যর্থ হয়। তখন চার জঙ্গি সেনা শিবিরের লাগোয়া বিএসএফ ক্যাম্পে ঢোকার চেষ্টা করে। দু'পক্ষের গুলি যুদ্ধের মধ্যে সতর্ক বিএসএফ জওয়ানরাও পাল্টা প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। রাতের অন্ধকারে দু'ঘন্টা ধরে দু'পক্ষের মধ্যে তীব্র গুলি বিনিময় চলে। মুখোমুখি গুলি যুদ্ধে খতম হয় দুই জঙ্গি। জঙ্গিদের গুলিতে শহিদ হন এক বিএসএফ জওয়ান। জখম হয়েছেন আরও এক বিএসএফ জওয়ান। গা ঢাকা দিয়ে থাকা বাকি জঙ্গিদের খোঁজে গোটা এলাকা জুড়ে তল্লাশি অভিযান শুরু করেছে সেনা ও বিএসএফের যৌথবাহিনী।

বারামুলাতে হামলার খবর পাওয়ার পরই গভীর রাতে বিএসএফের ডিজির সঙ্গে কথা বলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং। পরে রাজনাথ ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী মনোহর পারিক্কর গোটা বিষয়টি জানান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে। সেনা সূত্রের খবর, রবিবার সন্ধে ৭.১৫ মিনিট থেকে পাক সেনাবাহিনী পালানওয়ালা, গুরেজ ও আখনুর সেক্টরে লাগাতার গোলাগুলি চালাতে শুরু করে। তখনই আঁচ পাওয়া যায় রাত বাড়লে জঙ্গি অনুপ্রবেশের সম্ভাবনা আছে। সেই মতো তৈরিই ছিল সেনাবাহিনী।

লোহাপুরে কালী মূর্তি ভাঙল দুষ্কৃতিরা ঃ প্রতিবাদে রেল অবরোধ

বীরভূম জেলার নলহাটি থানার লোহাপুরে কালী মূর্তি ভাঙা হল। গত ৩১শে অক্টোবর ভোরবেলায় স্থানীয় লোকেদের কালী মা'র ভাঙামূর্তি চোখে পড়লে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। লোহাপুর রেলস্টেশনে সকাল সাড়ে ন'টা থেকে রেল অবোরোধ করা হয়। রামপুরহাট থেকে এসডিপিও এবং নলহাটি থানার ওসি ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে দোষীদের শাস্তি দেওয়ার আশ্বাস দিলে অবরোধ তুলে নেওয়া হয়।

দক্ষিণ ২৪ পরগণার বাটানগরেও কালী মূর্তি ভাঙ্গা হয়েছে বলে সূত্রের খবর। বজবজের ঠিক আগের স্টেশন 'নুঙ্গি'। ওই স্টেশনের পাশেই শম্ভু দাস নামে এক মৃৎশিল্পী মা কালীর মূর্তি তৈরী করছিলেন। অনেক রাত পর্যন্ত কাজ করছিলেন শম্ভু দাস ও তাঁর সহকারীরা। ২২শে অক্টোবর অনেক রাত পর্যন্ত কাজ করে ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখলেন প্রায় ১২টার মতো মূর্তির মাথা কাটা অবস্থায় পড়ে আছে। মূর্তিকার শম্ভু দাস ও তাঁর স্ত্রী সোমা দাস দুঃখে ভেঙে পড়েন। তাঁরা ওই অবস্থায় মহেশতলা থানায় অভিযোগ করতে যান কিন্তু থানার পুলিশ অভিযোগ না নিয়ে ওঁদের উপরেই চোটপাট শুরু করে।

বেশ কয়েক ঘন্টা পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে ওই জায়গাটা ত্রিপল দিয়ে ঘিরে দেয়, যাতে কেউ ওই ভাঙ্গা মূর্তিগুলো দেখতে না পায়।

বিশেষ সূত্রের খবর, ওই এলাকাতেই এবার দুর্গাপূজার ঠিক আগে ৩০শে সেপ্টেম্বর দীপাঞ্জন ক্লাবের দুর্গা প্রতিমা ভাঙ্গা হয়েছিল। তারপর লক্ষীপূজার সময়ও ৩টি লক্ষী প্রতিমাও ভাঙ্গা হয়।

এই এলাকাতেই এবছর লক্ষীপূজার রাতে পশ্চিম জকতলা পল্লী উন্নয়ন সমিতির বিরাট লক্ষীঠাকুর এমনভাবে ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল যে তার বিসর্জনও ঠিকভাবে করা যায়নি।

এই একই এলাকাতে বারবার এত মূর্তি ভাঙ্গার সত্ত্বেও স্থানীয় লোকজন বা পুলিশ প্রশাসনের কোন হেলদোল নেই।

পাঞ্জাবের গুরুদাসপুরে পাক অনুপ্রবেশ, জঙ্গিদের খোঁজে চলছে চিরুনি তল্লাশি

৩রা অক্টোবর ভোর রাত্রে পাঞ্জাবের গুরুদাসপুরে দেখা মিলল সন্দেহভাজন কয়েকজন অনুপ্রবেশকারীকে। তাদের দেখামাত্রই গুলি চালায় নিরাপত্তা বাহিনী। তবে আশেপাশের গ্রামে জঙ্গিরা গা ঢাকা দিয়েছে বলেই মনে করা হচ্ছে। জঙ্গিদের খোঁজে চালানো হচ্ছে চিরুনি তল্লাশি।

ঠিক উরি সেক্টরে আক্রমণের ধাঁচেই রবিবার রাতে বারামুলার রাষ্ট্রীয় রাইফেলসের ৪৬নং ব্যাটেলিয়ন ক্যাম্পে হামলা চালায় পাক জঙ্গিরা। যোগ্য জবাব দেয় ভারতীয় জওয়ানরা। খতম হয় ২ জঙ্গি। সেই আক্রমণের পরই গুরুদাসপুরে কিছু পাক জঙ্গির অনুপ্রবেশ টের পায় বিএসএফ। চকরি বর্ডার পোস্টের কাছে অনুপ্রবেশকারীদের দেখামাত্র গুলি চালান নিরাপত্তারক্ষীরা। কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।

প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছিল, পাল্টা গুলি চালিয়েছে জঙ্গিরা। তবে বিএসএফ আইজি অনিল পালিওয়াল পরে জানান, জঙ্গিরা পাল্টা আক্রমণ করেনি। অনুমান করা হচ্ছে কাছাকাছি গ্রামে গা ঢাকা দিয়েছে তারা। গুরুদাসপুরের ডোরাংলা গ্রামে এই মুহূর্তে জঙ্গিদের খোঁজে চিরুনি তল্লাশি চালাচ্ছে ভারতীয় সেনা।

মিথ্যা পরিচয়ে ফাঁসিয়ে নাবালিকাকে অপহরণ

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার দুর্গাচক থানার অন্তর্গত রহনারচক গ্রামের বাসিন্দা অষ্টমী পাত্র। মেয়ে সুমিতা পাত্র (১৬ বছর)-র সাথে শুভজিৎ দাস নামক একটি ছেলের ফোনে পরিচয় হয়। নাম বলে শুভজিৎ দাস, বাবা-সঞ্জীব দাস এবং ছেলেটি সিভিল ইঞ্জিনিয়ারের কাজ করে বলে জানায়। বেশ কিছুদিন সুমিতার সাথে প্রেমের অভিনয় করার পর ছেলেটি সুমিতাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। মেয়েটির বাবা ছেলের বাড়ীর খোঁজখবর না জানায় এবং বিশেষ করে মেয়ে নাবালিকা হওয়ার জন্য ওই বিয়েতে আপত্তি জানায়। কিন্তু কোনও কথা না শুনে সুমিতাকে ওই ছেলেটি নিয়ে চলে যায়। সুমিতার মা বহু ফোন করার পর তিনদিনের জন্য ওই ছেলেটি সুমিতাকে নিয়ে আসে। প্রথম থেকেই ছেলেটির হাবভাব ভালো লাগছিলো না সুমিতার মায়ের। হঠাৎ-ই একদিন ছেলেটির ব্যাগ থেকে ভোটের আইকার্ড সহ কয়েকটি কাগজ পড়ে যায়। সেই কাগজপত্র দেখে জানা যায় ছেলেটির আসল পরিচয় হল সে মুসলিম, নাম- মোস্তাক হোসেন (২২ বছর), বাবা-সাইদুল্লা খান। দক্ষিণ ২৪ পরগণার রায়দিঘীতে তাদের বাড়ী। আসল সত্যিটা যখন সুমিতার মা ছেলেটির কাছে তুলে ধরে তখন ছেলেটি কোন পথ না পেয়ে সুমিতার মাকে হুমকি দিতে থাকে। ছেলেটি বলে, ''সমস্ত পুলিশ প্রশাসন, রাজনৈতিক ক্ষমতা আমার হাতের মুঠোয়, কেস করে কোন লাভ হবে না। আর যদি তার নামে কোনও কেস করা হয়ে থাকে তাহলে বুড়ো-বুড়ি সমেত তোমাদের মেয়েকেও একেবারে প্রাণে মেরে দেবো। কেউ তোমাদের বাঁচাতে পারবে না।''

পরে সুমিতার মা সুমিতার কাছ থেকে জানতে পারে, ছেলেটি জোর করে তাকে আটকে রেখেছে। আর তাকে ক্রমাগত হুমকি দেওয়া হচ্ছে যে, কোথাও যেন সে মুখ না খোলে। যদি কেউ কিছু জানতে চায় তাহলে সে যেন বলে তার নিজের ইচ্ছায় এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। না হলে তার ভাগ্যে কষ্ট আছে। এমনকি তাকে প্রাণে মেরে দেওয়ার ভয়ও দেখানো হচ্ছে। সুমিতা এও বলে, তাকে ছেলেটি নানাভাবে প্রলোভন দেখিয়ে মিথ্যা পরিচয় দিয়ে ফাঁসিয়েছে।

''তোমারে বধিবে যে গোকুলে বাড়িছে সে''

যাদবপুরের দেশবিরোধী স্লোগানকে ব্যাঙ্গালোরের টেকনোক্রাটদের চ্যালেঞ্জ

জয়দীপ ব্যানার্জী

ব্যাঙ্গালোরে ''অ্যাওকেন্ড বেঙ্গল'' আয়োজিত আলোচনাসভায় বক্তৃতারত শ্রী তপন ঘোষ

গত ১৭ই সেপ্টেম্বর বেঙ্গালুরুর প্রখ্যাত মিথিক সোসাইটি হলে, ''অ্যাওকেন্ড বেঙ্গল'' আয়োজিত আলোচনাসভা ছিল তথ্যপ্রযুক্তিক এবং চিন্তাশীল মানুষের ভিড়ে ঠাসা। অনুষ্ঠানের শুরুতেই প্রদীপ প্রজ্বলন আর দীপায়ন ব্যানার্জীর গিটারের স্ট্রিংয়ে দেশপ্রেমের অনুরণন সকলকে বুঝিয়ে দিল বাঙালী আধুনিকতার ফ্যাশন এর সাথে ভারতীয় ট্র্যাডিশনকেও সমানভাবে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। গ্রুপের সংক্ষিপ্ত পরিচয়ে তথ্যপ্রযুক্তিক শ্রী অধিরাজ লাহিড়ি বলেন যখন দিল্লীর জেএনইউ থেকে ''ভারত কি বরবাদীর'' স্লোগান উঠেছিল তখন সারা দেশ স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু সেই একই দেশবিরোধী স্লোগান যখন একদা ভারতীয় জাতীয়তাবাদের অন্যতম প্রাণকেন্দ্র যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস থেকে শোনা গেল, বাঙালী হিসেবে লজ্জায় আমাদের মাথা নত হয়ে গেল। কলকাতার রাস্তায় কাশ্মীরি সন্ত্রাসীদের সমর্থনে মোমবাতি মিছিল বের হলে নিজের শহর কোলকাতাকে ভীষণ অচেনা মনে হয়েছিল। মনে প্রশ্ন জাগলো, এই কি সেই বাংলা যা একসময় ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্রদূত ছিল? এই কি সেই রাজ্য যা ছিল ভারতের নবজাগরণের পথপ্রদর্শক? ভারতের জাতীয়তাবাদের বীজমন্ত্র বন্দেমাতরম থেকে শুরু করে জাতীয়সঙ্গীত ''জনগণমন অধিনায়ক'' আর স্বাধীনতাপূর্ব ও স্বাধীনোত্তর ভারতে দেশবাসীর শিরায় স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টিকারী উদ্ঘোষ ''জয় হিন্দ'' তো তিনজন বিশ্ববন্দিত বাঙালীই দান! একসময় এই বাংলাই তো ছিল ভারতীয় জাতীয় চেতনার রিসার্চ ল্যাবরেটোরী। তাহলে বাঙালী কেন আজ দিকভ্রষ্ট? বাংলায় আজ জাতীয়তার মূলস্রোতে ফিরিয়ে নিয়ে আসার প্রতিজ্ঞা নিয়েই পথচলা শুরু অ্যাওকেন্ড বেঙ্গল গ্রুপের। তথ্যপ্রযুক্তির রাজধানী বেঙ্গালুরু শহরের বেশকিছু বাঙালী তথ্যপ্রযুক্তি ইঞ্জিনিয়ার, বিজ্ঞানী, লেখক ও সামাজিক কর্মী এগিয়ে এসেছেন বাংলার এই বামপন্থী এবং জিহাদী মদতপুষ্ট জাতীয়তাবিরোধী বাতাসকে কলুষমুক্ত করতে।

''জনবিন্যাসের পরিবর্তন ও ভারতের জাতীয় সংহতি'' শীর্ষক এই আলোচনাসভায় প্রধান বক্তা হিসেবে ''হিন্দু সংহতির'' প্রতিষ্ঠাতা ও বিশিষ্ট সোশ্যাল এন্টারপ্রেনার শ্রী তপন ঘোষ বলেন যে জনসংখ্যাগত পরিবর্তনই ছিল ১৯৪৭ এ দেশভাগের প্রধান কারণ। সারা পৃথিবীকেই এই জনসংখ্যাতত্ব একটি কঠিন বাস্তবের সম্মুখীন করে তুলেছে। ২০১১ এর আদমসুমারি রিপোর্ট আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে যে ভারতবর্ষ অদূর ভবিষ্যতে আবার এক বড়সড় বিভাজনের সম্মুখীন হতে চলেছে। কাশ্মীরের পর এইবার পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা সহ উত্তরপূর্ব ভারতের আরো কয়েকটি রাজ্য এবং দক্ষিণের কেরালার জনবিন্যাস আমাদের জাতীয় সংহতিকে এক বিরাট প্রশ্নচিহ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

তিনি আরো বলেন যে ভারতের সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলিতে জনবিন্যাসের পরিবর্তনের মুখ্য কারণই হল কয়েক দশক ধরে চলে আসা বিপুল সংখ্যক অবৈধ বাংলাদেশি মুসলিম অনুপ্রবেশ। সেক্যুলারিজমের অজুহাতে ভোটব্যাংকের রাজনীতি দেশের পক্ষে আত্মহননকারী হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে মুসলিমদের বর্ধিত জন্মহারও এর জন্য ভীষণভাবে দায়ী। যা কেবলমাত্র অভিন্ন দেওয়ানী আইন প্রণয়নে কখনোই বাধাপ্রাপ্ত হবেনা। তাই অভিন্ন দেওয়ানী আইনের সাথে সাথে দেশে পুরুষভিত্তিক সন্তান উৎপাদনকে জন্মনিয়ন্ত্রণের মাপদন্ড হিসেবে না দেখে মহিলাভিত্তিক মাথাপিছু সন্তান উৎপাদনের হার কে জাতীয় জন্মনিয়ন্ত্রণের মাপদন্ড হিসেবে প্রণয়ন করা অত্যন্ত আবশ্যক। তাঁর মতে নিঃশব্দ জনবিন্যাস পরিবর্তন কোন যুদ্ধ, দাঙ্গা বা বড় কোন গণহত্যার চেয়েও ভয়ঙ্কর, তা দেশভাগের ইতিহাস আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে।

আলোচনাসভায় অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বেঙ্গালুরুর প্রখ্যাত লেখক ও গবেষক শ্রী সন্দীপ বালাকৃষ্ণ। সভার সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট মাইক্রোবায়োলোজিস্ট ও সমাজকর্মী ডক্টর গিরিধর উপাধ্যায়। অনুষ্ঠানের শেষে প্রশ্ন উত্তর পর্বে উপস্থিত শ্রোতাদের আলোচনায় অংশগ্রহণ, উৎসাহ, আর বিচার বিশ্লেষণ ছিল নজরে পড়ার মতো।

সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন কম্পিউটার প্রাযুক্তিক শ্রী ভাস্বর গোস্বামী। আগামী দিনে ব্যাঙ্গালোরে আরো অনেক আলোচনা ও বিতর্কসভার আয়োজন করা হবে বলে জানালেন সংস্থার যুগ্ম আহ্বায়ক ডঃ জয়দীপ ব্যানার্জী ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যালুমনি প্রাযুক্তিক শ্রী আনন্দ ভট্টাচার্য।

বাংলায় জাতীয়তাবাদকে পুনরুজ্জীবিত করতে অ্যাওকেন্ড বেঙ্গল বদ্ধ পরিকর। ভারতবর্ষের বিভিন্ন শহরে এবং বিদেশেও প্রাবাসী বাঙালিদের মধ্যে এইরকম জাতীয়তাবাদী আরো অনেক গ্রুপ আত্মপ্রকাশ করবে বলে অ্যাওকেন্ড বেঙ্গল আশাবাদী।

চার পাক-ঘাঁটি গুঁড়িয়ে দিল ভারতীয় সেনা

নিহত সহযোদ্ধার মাথা কেটে নেওয়ার ঘটনায় চরম অপমানিত হয়েছিল ভারতীয় সেনা। ফুঁসছিল ক্ষোভে। এবার তার চরম প্রতিশোধ নিলেন জওয়ানরা। গত ২৯শে অক্টোবর, শনিবার রাতে জম্মু-কাশ্মীরের কেরন সেক্টরে নিয়ন্ত্রণরেখায় চারটি পাকিস্তানি ঘাঁটি গুঁড়িয়ে দিয়েছে ভারতীয় সেনা। এই ঘটনায় একাধিক পাক সেনার মৃত্যু হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। উরির ঘটনার পর নিয়ন্ত্রণরেখা পেরিয়ে ভারতীয় বাহিনী পাক জঙ্গি ঘাঁটি গুঁড়িয়ে দিতে যে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক করেছিল, এদিনের সেনা অপারেশনও সেই মাত্রায় ঘটেছে বলে জানা গিয়েছে। শনিবার রাতের অপারেশনে ভারতীয় সেনাবাহিনী ভারী মর্টার ব্যবহার করেছে বলে সেনা সূত্রে জানা গিয়েছে। সাম্প্রতিককালে ভারতীয় সেনার এত বড় অপারেশন হয়নি। এদিনের অপারেশনে পাক সেনাবাহিনী ও তাদের মদতপুষ্ট জঙ্গিদের যে পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে, তাও নজিরবিহীন। কূটনৈতিক মহলের ব্যাখ্যা হল, সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের এক মাস পর ভারত দ্বিতীয়বার পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নিল। কূটনীতির ভাষায় যা 'হট পারস্যুট নামে পরিচিত। আগে পাকিস্তানের যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে ভারত কোনও দিন এতটা কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে নি।

২৮শে অক্টোবর, শুক্রবার সন্ধ্যায় জম্মু-কাশ্মীরের কুপওয়াড়া সেক্টরের মাচিলে পাক সেনা ও জঙ্গিদের সঙ্গে সংঘর্ষে মৃত্যু হয় ১৭ শিখ ইনফ্যান্ট্রির জওয়ান মনজিৎ সিংয়ের। ভারতীয় সেনার পাল্টা হামলার মুখে মনজিতের দেহ বিকৃত করে পাক অধিকৃত কাশ্মীরে পালিয়ে যায় পাক জঙ্গি ও সেনারা। ধারালো অস্ত্রে তাঁর মাথা কেটে আলাদা করে দেওয়া হয়। এরপরই তীব্র ক্ষোভের আঁচে ফুটতে থাকেন সেনা জওয়ানরা। উধমপুরে সেনার নর্দান কম্যান্ড হেডকোয়ার্টার থেকে বিবৃতি জারি করে বলা হয়, খুব দ্রুত এই ঘৃণ্য ঘটনার উপযুক্ত জবাব পাবে পাকিস্তান। প্রশাসনের তরফে কড়া প্রতিক্রিয়ার পর সেই রাতেই বদলা নিল ভারতীয় সেনা।

এদিকে ২৮শে অক্টোবরের নৃশংস ঘটনার পরেও শনিবারও বিনা প্ররোচনায় হামলা জারি রাখে পাকিস্তান। জম্মুর আর এস পুরা এবং আন্তর্জাতিক সীমান্ত সংলগ্ন হীরানগরে সাধারণ মানুষ এবং বিএসএফ পোস্ট লক্ষ্য করে লাগাতার মর্টার হামলা চলেছে। ঐ দিন পাক হামলায় মৃত্যু হয়েছে এক মহিলা সহ ১৫ বছরের এক কিশোরের। দিনভর জম্মু, সাম্বা, কাঠুয়া জেলার বিভিন্ন এলাকা এবং মেন্ধের এবং মাচিল সেক্টরে হামলা চলেছে। এর মধ্যে মাচিলে পাক সেনা দাঁড়িয়ে থেকে জঙ্গিদের অনুপ্রবেশ করানোর চেষ্টা করছিল। কিন্তু ভারতীয় জওয়ানদের প্রতি আক্রমণের মুখে পিছু হঠতে বাধ্য হয় তাঁরা। সেই সময়ই সংঘর্ষে মৃত্যু হয় ১৭ শিখ ইনফ্যান্ট্রির জওয়ান মনজিৎ সিংয়েরা। ঘটনার সময় উপস্থিত সেনা আধিকারিকদের দাবী, জঙ্গিদের পালানোর সময় দূর থেকে লাগাতার গুলি চালিয়ে তাঁদের 'কভার' দিয়েছে পাকিস্তান রেঞ্জার্স। কিন্তু সরাসরি অনুপ্রবেশের নেপথ্যে ছিল পাকিস্তানের বর্ডার অ্যাকশন টিম বা ব্যাট। সেনা সূত্রের খবর, এই ব্যাট বাহিনীতেই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একসঙ্গে কাজ করে পাক সেনা ও জঙ্গিরা। মূলত নিয়ন্ত্রণরেখায় ধারাবাহিকভাবে উত্তেজনার আগুন জ্বালাতেই এখন এই বাহিনীকে আরও বেশিভাবে সক্রিয় করেছে পাকিস্তান। প্রসঙ্গত, ২০১৩তেও জম্মু-কাশ্মীরের মেন্ধর সেক্টরে একই কায়দায় নৃশংসভাবে এক ভারতীয় সেনার মাথা কেটে নিয়েছিল ব্যাট। বিকৃত করে দেওয়া হয়েছিল এক জওয়ানের দেহ। সেই সময় তৎকালীন সেনাপ্রধান বিক্রম সিং জানিয়েছিলেন, এভাবে নিয়ম-নীতি লঙ্ঘিত হলে ভারতীয় সেনাও নিয়মের তোয়াক্কা করবে না। বস্তুত কয়েকদিনের মধ্যেই যোগ্য জবাব দিয়েছিল ভারত।

এদিনের গোলাগুলির ঘটনার পর স্থানীয় পুলিশের দাবী, শনিবার (২৯শে অক্টোবর) ভোর ছ'টা থেকে শুরু হয়েছে পাকিস্তান রেঞ্জার্সের মর্টার হামলা। বেছে বেছে উপত্যকার গ্রামগুলিকে টার্গেট করছে তারা। ভারতীয় বাহিনীর সার্জিক্যাল এ্যাটাকের পর পাক বাহিনী নিয়ন্ত্রণরেখায় একমাসে ১০০ বারের বেশি সংঘর্ষ বিরতি লঙ্ঘন করেছে। ভারতীয় বাহিনীর পাল্টা জবাবে ১৫জন পাক সেনার মৃত্যু হয়েছে। তারপর থেকেই সীমান্তের ওপার থেকে ঘনঘন হামলা হচ্ছে। পাল্টা আক্রমণের তীব্রতা বাড়িয়েছে ভারতীয় সেনাও। এদিকে এদিনও মাচিল সেক্টরে ফের অনুপ্রবেশের চেষ্টা চালিয়েছে ব্যাট। লড়াই চালানোর সময় হঠাৎই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে এক বিএসএফ জওয়ানের। বিএসএফের আইজি কাশ্মীর বিকাশ চন্দ্র জানিয়েছেন, দূরপাল্লার অস্ত্র মজুদগারে বিস্ফোরণে গুরুতর আহত হন কনস্টেবল নীতিন সুভাষা। দ্রুত তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও বাঁচানো সম্ভব হয়নি।

পলাতক ৮ সিমি জঙ্গিকে নিকেশ করল পুলিশ

ভোরবেলা জেল ভেঙে পালিয়ে গিয়েছিল নিষিদ্ধ সংগঠন সিমি (স্টুডেন্ট ইসলামিক মুভমেন্ট অফ ইন্ডিয়া)-র আট জঙ্গি। কিন্তু বেলা গড়াতেই খবর আসে, জেলের ১০ কিলোমিটার দূরে একটি গ্রামে পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারিয়েছে পলাতক ৮ জঙ্গিই।

গত ৩১শে অক্টোবর, সোমবার ভোরবেলা বিছানার চাদরের সাহায্যে জেলের পাঁচিল টপকে পালায় জঙ্গিরা। পালানোর সময় স্টিলের প্লেট দিয়ে জেলের রক্ষীর গলা কেটে খুন করে জঙ্গিরা। এই ঘটনার পর মধ্যপ্রদেশ জুড়ে কড়া সতর্কতা জারি করা হয়। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী রাজনাথ সিং মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ চৌহ্বানের কাছ থেকে এই ঘটনার পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট চান। বিরোধীরা কংগ্রেস এই ঘটনায় সরকার জঙ্গি সংগঠনের মধ্যে গোপন আঁতাতের অভিযোগ তুলেছে। পুলিশ প্রথম থেকেই জোরদার তল্লাশি অভিযান শুরু করেন। নাকা তল্লাশি শুরু হয় গোটা রাজ্য জুড়ে।

ডিআইজি ভোপাল রামন সিংহ সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে জানিয়েছেন, ভোর তিনটে নাগাদ ৮ জন জঙ্গি জেলের নিরাপত্তারক্ষীকে হত্যা করে পালিয়েছিল। জঙ্গিদের খোঁজে জারি ছিল তল্লাশি অভিযান। বেলার দিকে পুলিশের কাছে খবর আসে, জেল থেকে ১০ কিলোমিটার দূরের এক গ্রামে পলাতক জঙ্গিরা লুকিয়ে রয়েছে। তখনই ফোর্স নিয়ে ঘটনাস্থলের দিকে রওনা দেয় পুলিশের শীর্ষকর্তারা। ঘটনাস্থলে পৌঁছে জঙ্গিদের আত্মসমর্পণ করার নির্দেশ দিলেও তারা পালানোর চেষ্টা করে। তখনই চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে পুলিশ জঙ্গিদের বিরুদ্ধে গুলি চালায়। গুলিতে নিকেশ হয় আট জঙ্গি।

বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর অত্যাচার অব্যাহত

ফেসবুকে গুজব রটিয়ে বাংলাদেশের নাসিরনগরে হিন্দু বাড়িঘরে ভাঙচুর-লুটপাট

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগর উপজেলা সদরে হিন্দু সম্প্রদায়ের বাড়িঘর ও মন্দিরে ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাট হয়েছে। ৩০শে অক্টোবর দুপুর ১২টার পর থেকে প্রায় দেড় ঘন্টা ধরে চলা এই ভাঙচুর-লুটপাটের সময় অর্ধশতাধিক নারী-পুরুষকে পিটিয়ে আহত করা হয় বলে অভিযোগ উঠেছে।

এ ঘটনার পর ওই এলাকায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বিপুলসংখ্যক সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে। গুরুতর আহত গৌর মন্দিরের সেবায়েত শংকর সেনকে নাসিরনগর আধুনিক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

অভিযোগ রয়েছে, উপজেলার হরিপুর ইউনিয়নের হরিণবেড় গ্রামের হিন্দু সম্প্রদায়ের এক যুবক ফেসবুকে উসকানিমূলক একটি ছবি পোস্ট করেন। এ ঘটনায় স্থানীয় লোকজন ২৮শে অক্টোবর, শুক্রবার তাঁকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। এর জেরে এই ভাঙচুর-লুটপাটের ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, ফেসবুকে ছবি পোস্ট করে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতের অভিযোগ রবিবার সকালে 'খাঁটি আহলে সুন্নাত ওয়াত জামায়েত' নেতারা 'নাসিরনগর আপামর তৌহিদি জনতার' নাসিরনগর ডিগ্রি কলেজ মোড়ে বিক্ষোভের ডাক দেন। আর 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের' নেতারা নাসিরনগর খেলার মাঠে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ সমাবেশের ডাক দেন। পৃথক এই সমাবেশ চলার সময় হিন্দুপাড়াগুলোতে হামলা চালানো হয়। ভুক্তভোগীদের অভিযোগ, ওই সমাবেশে যোগ দেওয়া লোকজন এই হামলা চালিয়েছে। তবে দুই সংগঠনের নেতারা এ অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।

কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শী জানান, হামলার সময় মন্দিরের মূর্তি ভাঙচুর, আসবাবপত্র, প্রণামি বাক্স ভাঙচুর করে টাকাপয়সা লুট করে নেওয়া হয়। বাড়িঘর ভাঙচুর করে টেলিভিশনসহ মূল্যবান জিনিসপত্র লুট করা হয়। এ সময় হিন্দুপাড়ার নারী-পুরুষদেরও বেধড়ক পেটানো হয়। মহাকাল পাড়ার গৌর মন্দিরের পুরোহিত নরেন্দ্র প্রভু জানান, আকস্মিকভাবে একদল যুবক লাঠিসোঁটা নিয়ে মন্দিরে ভাঙচুর শুরু করে। পরে তারা মূর্তি ভেঙে করে লুটপাট চালায়। এ সময় তাঁকেও মারধোর করা হয়। একই কায়দায় সদরের পশ্চিম পাড়ার জগন্নাথ মন্দির, নমশূদ্র পাড়ার কালীবাড়ি মন্দির, সূত্রধরপাড়ার কালীমন্দিরসহ এসব পাড়ার দুই শতাধিক বসতঘরে হামলা-ভাঙচুর ও লুটপাট চালানো হয়েছে।

নাসিরনগর উপজেলা পূজা উদ্‌যাপন কমিটির সাধারণ সম্পাদক অভিযোগ করেন, অন্তত দুই শতাধিক হিন্দু বাড়িঘর ও ১৫টি মন্দিরে হামলা চালানো হয়েছে। পিটিয়ে আহত করা হয়েছে প্রায় ৫০জন ছেলে মেয়েকে।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের নাসিরনগর উপজেলা শাখার আহ্বায়ক রিয়াজুল করিমের দাবী, তাঁদের শান্তিপূর্ণ সমাবেশ চলাকালে একটি পক্ষ হিন্দুপাড়াগুলোতে হামলা চালায়। তিনি বলেন, ইসলাম শান্তির ধর্ম। এ ধর্ম কখনো সংঘাতকে সমর্থন করে না। যারা ন্যক্কারজনক ঘটনা ঘটিয়েছে, তিনি তাদের বিচার দাবী করেন। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের নাসিরনগর উপজেলা শাখার প্রচার সম্পাদক মুফতি ইসহাক আল হুসাইন বলেন, 'আমরা শান্তিপূর্ণভাবে সমাবেশ করেছি। এই সমাবেশ থেকে কেউ কোথাও হামলা চালাননি।'

প্রেমে সাড়া না পেয়ে হিন্দু স্কুলছাত্রীকে ছুরিকাঘাতে হত্যা

বাংলাদেশে মাদারীপুরের কালকিনিতে প্রেমে সাড়া না পেয়ে এক স্কুলছাত্রীকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করেছে এক দুষ্কৃতী। ২রা অক্টোবর সকাল ন'টা নাগাদ এই ঘটনা ঘটে। এই ঘটনায় অভিযুক্তকে আটক করেছে পুলিশ। নিহত ওই ছাত্রীর নাম মিতু মন্ডল (১৪)। সে উপজেলার ডাসার থানার নবগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির ছাত্রী এবং নবগ্রাম ইউনিয়নের আইশার কান্দি গ্রামের নির্মল মন্ডলের মেয়ে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মিতুকে এর আগেও নানাভাবে উত্যক্ত করতো এই ঘাতক। এরই ধারাবাহিকতায় রবিবার টিউশন্ পড়তে যাওয়ার পথে সে মিতুকে প্রেম নিবেদন করে। মিতু রাজি না হওয়ায় তাকে একটি নির্জন বাঁশ বাগানে নিয়ে ধর্ষণের চেষ্টা চালায়। এতে মিতু বাধা দিলে দেশীয় অস্ত্র দিয়ে তাকে কুপিয়ে গুরুতর জখম করে। পরে স্থানীয়রা উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়ার আগেই মারা যায় ওই স্কুলছাত্রী। মাদারীপুর পুলিশ সুপার সরোয়ার হোসেন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, এই ঘটনায় জড়িত সন্দেহে একজনকে আটক করা হয়েছে।

পাক গুপ্তচর মন্ত্রীসভার অন্দরমহলেও

শোয়েব হুসেন। পঁচিশ বছরের এই যুবক নাকি ভারতীয় জনতা পার্টির সংখ্যালঘু সেলের কর্মী। সেই সূত্রে অনেক কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সংস্পর্শে আমার সুযোগও তার হয়েছে। কিন্তু সম্প্রতি ভারতীয় গোয়েন্দারা জানতে পেরেছে যে শোয়েব পাকিস্তানি গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই-এর এক এজেন্ট। ভারতের সর্বোচ্চ প্রশাসনিক স্তরের খবর, সেনাবাহিনীর গোপন তথ্য পাকিস্তানে পাচার করাই ছিল তার কাজ।

শোয়েবের ফেসবুক প্রোফাইল খুলে দেখা গেছে একাধিক কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সঙ্গে তার হাস্যমুখের ছবি। এদের মধ্যে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী মনোহর পরিকর, পরিবেশ মন্ত্রী হর্ষবর্ধনের সঙ্গে শোয়েবের ছবি রাজধানী রাজনীতি মহলকে তোলপাড় করে তুলেছে। একই সঙ্গে সে নিজেকে বিজেপির সংখ্যালঘু সেলের কর্মী বলে পরিচয় দেয়। মন্ত্রীদের সঙ্গে ছবি থাকায় তাকে সমীহ করতে থাকে সাধারণ নেতা থেকে কর্মীরা। আর এই সুযোগটাকেই কাজে লাগিয়ে দেশের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে সেনা এবং বিএসএফ সংক্রান্ত গোপন তথ্য পাকিস্তানি গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই-কে পাচার করতে থাকে শোয়েব। এতে যে ভারতীয় প্রতিরক্ষা দপ্তরের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে, তা মেনে নিয়েছে বিশিষ্ট মহল। অবশেষে গোয়েন্দা পুলিশের পাতা ফাঁদে ধরা পড়ে যায় শোয়েব। তাকে জিজ্ঞাসা করে আরও গোপন তথ্য সংগ্রহের চেষ্টায় আছে গোয়েন্দা পুলিশ।

এদিকে বিজেপির পক্ষ থেকে শোয়েবের ফেসবুক প্রোফাইলে ছবিকে ভুয়ো বলা হয়েছে। যদিও রাজনীতি মহলে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে।

কালীপূজায় মুসলমানদের বদমাইসি প্রতিবাদে উত্তাল কৃষ্ণনগরের চাঁদসড়ক

নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে ১৮নং ওয়ার্ডের চাঁদসড়ক পাড়ায় কয়েক বছর ধরেই মা কালীর পূজা হচ্ছে। পাড়ার বারোয়ারী মন্দিরের পাশেই একটা দরগা আছে এবং স্থানীয় মুসলমানদের একটা ক্লাবও আছে। এই বছর মহরমের দিন মুসলমানরা ঐ স্থানে লাঠি খেলার আয়োজন করেছিল। তাতে স্থানীয় হিন্দুরা কোন আপত্তি করেনি। কিন্তু কয়েকদিন বাদেই মুসলমানরা দাবী করে যে ঐ স্থানে কালী পূজা করা যাবে না। এমনকি ঐ বারোয়ারী পূজার স্থানটি দরগার অংশ বলে তারা দাবী করতে থাকে। কিন্তু মুসলমানদের সমস্ত চক্রান্ত সত্ত্বেও স্থানীয় হিন্দুরা ঐ স্থানেই কালীপূজা করে। পূজার পরের দিন দর্শনার্থীরা ঠাকুর দর্শনে এলে মুসলমানরা মহিলা দর্শনার্থীদের সঙ্গে কুরুচিকর ব্যবহার করে। দু-একজন মহিলার শ্লীলতাহানির খবরও সূত্র মারফত পাওয়া গেছে। স্থানীয় হিন্দুরা এর প্রতিবাদে রুখে দাঁড়ালে উভয়ের মধ্যে বচসা সৃষ্টি হয়। বচসা মুহূর্তে মারামারিতে পরিণত হয়। হিন্দুদের বেধড়ক মারে মুসলমানেরা রণে ভঙ্গ দেয়। স্থানীয় কংগ্রেস নেতা নানিফ সেখের ছেলে সংঘর্ষে আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি আছে।

ঘটনার পর কোতয়ালী থানার এএসআই রেজাউল হুসেইনের নেতৃত্বে পুলিশ আসে। স্থানীয় তৃণমূল কাউন্সিলর অনুপম আলী মন্ডলও ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। রেজাউলের নেতৃত্বে পুলিশ চাঁদসড়ক পাড়া ও মোংলা পাড়ার হিন্দুদের বেছে বেছে ব্যাপক মারধোর করে। এমনকি হিন্দুর নামে কেস হয় এবং ২ জন হিন্দুকে গ্রেফতার করে পুলিশ। পুলিশের সহায়তা পেয়ে মুসলমানরা এখন বুক ফুলিয়ে বলে চলেছে, ভবিষ্যতে কৃষ্ণনগরে কোন পূজাই তারা হিন্দুদের করতে দেবে না। এলাকায় হিন্দুরা যথেষ্ট আতঙ্কের মধ্যে রয়েছে। হুমকির পরদিনই মুসলমানরা একটি হিন্দু বাড়িতে ভাঙচুর চালায়।

পূর্ব মেদিনীপুরে হিন্দু সংহতির ব্লক মিটিং

গত ২৫শে অক্টোবর পূর্ব মেদিনীপুরের খেজুরি ও নন্দীগ্রামে ব্লকে হিন্দু সংহতির মিটিং হয়। এই মিটিং-এ নানা বিষয়ে আলোচনা হয় তবে এর মধ্যে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল খেজুরি থানার ঘোলাবাড় এলাকার তাজিয়ার মিছিল থেকে দুর্গা প্যান্ডেলের আক্রমণ। কলকাতা থেকে উপস্থিত ছিলেন দেবদত্ত মাজী (সহ-সভাপতি, হিন্দু সংহতি); সুন্দর গোপাল দাস (সহ-সম্পাদক, হিন্দু সংহতি); সুজিত মাইতি (কোষাধক্ষ্য, হিন্দু সংহতি); সন্দীপ বোস; সৌরভ শাসমল।

বাসি মহরমের মিছিলেও বিসর্জন স্থগিত রাখার অনৈতিক আদেশ চাঁচোল থানার পুলিশের

এবার শুধু মহরম নয়, বাসি মহরমের মিছিলের জন্যেও দুর্গা প্রতিমার বিসর্জন স্থগিত রাখতে হবে। কলিগ্রামের হিন্দুদের কাছে এমনটাই দাবী করেছিল মালদা জেলার চাঁচোল থানার পুলিশ। গত ৩২ বছরে যেটা হয়নি সেটা এবার করতে দিতে হবে এটাই ছিল পুলিশের দাবী। গ্রামবাসীর নিরাপত্তার দায়িত্ব পুলিশ নেবে না বলে জানিয়েছিল তারা।

প্রশাসনের এই তুমুল চাপের সামনেও নতজানু হয়নি কলিগ্রামের হিন্দুরা। তারা গ্রামের ভিতর দিয়ে বাসি মহরমের মিছিল না যেতে দেয়ার ব্যাপারে ছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তাই ১৩ই অক্টোবর সন্ধ্যায়, তাঁরা বাসি মহরমের প্রস্তাবিত পথে মা দুর্গার প্রতিমা রেখে অপেক্ষা করতে থাকে। কিছুক্ষণ পরেই 'ইসলাম বিপন্ন' আওয়াজ তুলে জেহাদি মুসলিমরা গ্রামের ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করলে তাদের নিজেদের সাধ্যমত প্রতিহত করে কলিগ্রামের হিন্দুরা এবং অন্য রাস্তা দিয়ে মহরমের মিছিল নিয়ে যেতে বাধ্য করে।

১৪ই অক্টোবর ভোরবেলায় চাঁচোল পুলিশের উপস্থিতিতে ঐ প্রতিমার বিসর্জন করা হয় এবং তারপরে পুলিশ গ্রামের বেশকিছু ব্যক্তিকে আলোচনার জন্যে আলাদা জায়গায় নিয়ে যায়। ঐ ব্যক্তিরা হলেন, (১) প্রাক্তন প্রধান ও বিজেপি নেতা রতন দাস (৪৮); (২) সিদ্ধার্থ নন্দী (৩২); (৩) হিন্দু সংহতির কর্মী সুমন গুহ (৩৮); (৪) হিন্দু সংহতির মনীশ সরকার (৩৮); (৫) হিন্দু সংহতির গোপেশ সরকার (৩৫); (৬) আরএসএস-র অজিত প্রামাণিক (৪৫); (৭) তৃণমূল কংগ্রেস নেতা রামকৃষ্ণ দাস (৩৫); (৮) টুবাই; (৯) অ্যাডভোকেট হিমাদ্রী কুমার দাস (৪০)।

আলোচনার নাম করে ডেকে পাঠানো ব্যক্তিদের এরপরেই আটক করে চাঁচোল থানার পুলিশ। প্রশাসনের মুসলিম তোষণ নীতির প্রতিবাদ করার কারণেই তাদেরকে বিনা অপরাধে আটক করা হয়। এই খবর গ্রামে পৌঁছতেই হাজার হাজার গ্রামবাসী এসে চাঁচোল থানা অবরোধ করে। পুলিশের নির্লজ্জ তোষণ নীতির প্রতিবাদে ক্ষোভে ফেটে পরে গ্রামবাসীরা। ধৃতদের অবিলম্বে মুক্তির দাবীতে চাঁচোল থানায় দীর্ঘ সময় ধরে চলে অবরোধ। বেলা বাড়ার সাথে সাথে আশেপাশের অন্যান্য গ্রাম থেকেও হিন্দুরা এসে যোগ দিয়েছিল এই অবরোধে।

হিন্দু সংহতির প্রচেষ্টায় কাংলাপাহাড়িতে দুর্গাপুজো করল আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ

বীরভূম জেলার কাংলাপাহাড়ি আদিবাসী অধ্যুষিত গ্রাম। দীর্ঘদিন ধরে তাদের একটাই ইচ্ছা দেবী দুর্গার আরাধনা করবে। কিন্তু বাধ সেধেছে গ্রামের কুড়ি-পঁচিশ ঘর সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ। আর তাদের মতামতকে গুরুত্ব দিয়ে গ্রামের তিনশো ঘর আদিবাসী হিন্দুর দুর্গাপূজা বন্ধের নির্দেশ দিয়েছে প্রশাসন। এই কারণে বিগত কয়েক বছর ইচ্ছা থাকলেও কাংলাপাহাড়ির দরিদ্র মানুষগুলো পুজো করতে পারেনি। প্রশাসনের কাছে বারবার আবেদন করেছে, রাজনৈতিক দলগুলো কাছে গিয়ে মাথা কুটেছে, কিন্তু কোন ফল হয়নি। সংখ্যালঘু ভোট ব্যাংকের প্রত্যাশী সমস্ত রাজনৈতিক দল তাদের শূণ্য হাতে ফিরিয়ে দিয়েছে। শেষে নিরুপায় হয়ে কাংলাপাহাড়ির লোকেরা হিন্দু সংহতির সভাপতি তপন ঘোষের সঙ্গে দেখা করেন। এবার আর তাদের বিফল হতে হয়নি। হিন্দু সংহতির প্রচেষ্টায় কাংলাপাহাড়ির গ্রামে এবার দুর্গাপুজো হয়েছে। দীর্ঘ অপেক্ষার পর তাদের আশা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়েছে।

৫ই অক্টোবর হিন্দু সংহতির পক্ষ থেকে কাংলাপাহাড়ির সাধারণ মানুষের ধর্মীয় অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া ও দুর্গাপূজা করতে দেওয়ার অনুমতি চেয়ে হাইকোর্টে একটি রিট্ পিটিশন করা হয়। মহামান্য আদালত হিন্দু সংহতির পক্ষে রায় দিয়ে কাংলাপাহাড়ির মানুষকে এবছর দুর্গাপূজার অনুমতি দেয়। রায় বের হবার পর সেখানকার মানুষ উল্লাসে ফেটে পড়ে। প্রস্তুতি শুরু হয় পূজার। একদিনের মধ্যে প্রতিমা নির্মাণ করে প্যান্ডেল তৈরী করে পূজার সমস্ত আয়োজন তারা সম্পন্ন করে ফেলে। কিন্তু এতকিছুর পরেও তাদের আনন্দে বাধা হয়ে দাঁড়ায় স্থানীয় প্রশাসন। হাইকোর্টের অনুমোদন থাকা সত্ত্বেও বীরভূম জেলার পুলিশ সুপার এন. সুধীরকুমারের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী এসে

পূজার কাজে বাধা সৃষ্টি করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিশাল জনমতের কাছে প্রশাসন মাথা নত করতে বাধ্য হয়। কাংলাপাহাড়ির সাধারণ মানুষ চারদিন ধরে নির্বিঘ্নে পূজা করতে পেরেছে বলে স্থানীয় সূত্র মারফত জানা গিয়েছে। তাদের ধর্মীয় অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য কাংলাপাহাড়ির মানুষ হিন্দু সংহতি ও তার সভাপতি তপন ঘোষকে অসংখ্য আশীর্বাদ বার্তা পাঠিয়েছে।

হিন্দু সংহতির পক্ষ থেকে বিভিন্ন জায়গায় বস্ত্র বিতরণ

গত ৩০শে অক্টোবর, রবিবার দক্ষিণ ২৪ পরগণার জয়নগর থানার অন্তর্গত ঢোষা গ্রামে বাজারের সন্নিকটে হাইস্কুলের মাঠে কালী পূজা উপলক্ষে হিন্দু সংহতির পক্ষ থেকে আসেপাশের গ্রামের আশিজন গ্রামবাসীকে নতুন বস্ত্র বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শ্রী রাজকুমার সর্দার, যুধিষ্ঠির মন্ডল সহ হিন্দু সংহতির অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

৩০শে সেপ্টেম্বর শুভ মহালয়ার দিনে হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া ব্লকের অন্তর্গত মাঝেরহাটি গ্রামে হিন্দু সংহতির পক্ষ থেকে নতুন বস্ত্র বিতরণ করা হয়। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে সুজিত মাইতি, সন্দীপ বসু এবং পীযুষ মন্ডল, হাওড়া জেলার পক্ষ থেকে মুকুন্দ কোলে ও লাল্টু সী। এছাড়াও সঙ্গ দেন হিন্দু সংহতির ফেসবুক মিটিংয়ে যোগদান করতে সুদূর কুচবিহার থেকে আগত ময়ূখ ব্যানার্জী।

গত ৩০শে অক্টোবর হরিণঘাটা থানার মালিয়াডাঙা গ্রামে বস্ত্র বিতরণ হয়। উপস্থিত ছিলেন হিন্দু সংহতির পক্ষ থেকে সংহতির অন্যতম সহসভাপতি শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ রায় এবং হরিণঘাটা থানার অন্তর্গত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শ্রী পাঁচুগোপাল মন্ডল।

সংহতির বিজয়া সম্মেলনীর অনুষ্ঠান বড়বাজার লাইব্রেরী হলে

গত ২৩শে অক্টোবর বড়বাজার লাইব্রেরী হলে হিন্দু সংহতির বিজয়া সম্মেলন অনুষ্ঠান পালিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রায় ১০০জন কর্মী উপস্থিত ছিলেন। প্রথমে বড় স্ক্রীনে হিন্দু সংহতির বিভিন্ন প্রোগ্রামের ভিডিও দেখানো হয়। তারপর লেখক শান্তনু সিংহ পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন সমস্যার উপর তাঁর সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। এরপর হিন্দু সংহতির সভাপতি

শ্রী তপন ঘোষ পশ্চিমবাংলার হিন্দুদের উপর জেহাদী হামলার চিত্রটা তুলে ধরেন। একইসঙ্গে এই পরিস্থিতিতে হিন্দুদের কি করণীয় সে বিষয়েও বক্তব্য রাখেন। বক্তব্যের পর একটি প্রশ্নোত্তর পর্ব রাখা হয়েছিল। এই পর্বে কর্মীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন তপনবাবু। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দেবদত্ত মাজী (সহ-সভাপতি, হিন্দু সংহতি)। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সমীর গুহরায় ও সুজিত মাইতি। সর্বশেষে মিষ্টিমুখের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

বিস্ফোরণে উড়ে গেল মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব

আবার বিস্ফোরণ। আবার সেই বর্ধমান। এবার কাটোয়া। গত ৭ই নভেম্বর কাটোয়ার ২ নম্বর ব্লকের শ্রীবাটি গ্রামের একটি ক্লাব ঘরে বোমা বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল এলাকা। সেই সময় ক্লাবের দাওয়াতে বসে ছিলেন লাল মহম্মদ শেখ (৬৫) নামে এক ব্যক্তি। বিস্ফোরণে তিনি মারা যান। কারা এখানে বোমা ও বিপুল সংখ্যক বিস্ফোরক মজুত করেছিল তা এখনও স্পষ্ট নয়। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, স্থানীয় দুষ্কৃতিরাই এই কাজ করেছে। কিন্তু এর সঙ্গে বৃহত্তর জঙ্গি যোগের সম্ভাবনা একেবারেই উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। খাগড়াগড়ের ক্ষেত্রেও প্রথমে স্থানীয় ঘটনা মনে করা হলেও পরে তদন্তে জঙ্গি যোগের যোগসূত্র পাওয়া যায়।

স্থানীয় সূত্র মারফত জানা যায়, শ্রীবাটি গ্রামের মহমেডান স্পোটিং ক্লাবের ঘরে এই বিস্ফোরণটি ঘটে। বিস্ফোরণে ক্লাবঘরটি সম্পূর্ণ ধ্বংসে পরিণত হয়। এমন কি আশেপাশের বেশ কয়েকটি বাড়ির দেওয়ালও ভেঙে পড়ে। বোমা ফেটে ঘটনাস্থলেই মারা যান লাল মহম্মদ শেখ নামক এক ব্যক্তি। বিস্ফোরণের প্রায় ২ঘন্টা পর পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (গ্রামীণ) রাজনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক শচীন মাকড়া ঘটনাস্থলে আসেন। ক্লাবঘরের ঠিক পাশেই একটি কালভার্টের তলা থেকে ৩০টি তাজা বোমা পুলিশ উদ্ধার করেছে। বোমাগুলি নিষ্ক্রিয় করতে বম্ব স্কোয়াডকে ডাকা হয়েছে। লাল মহম্মদের স্ত্রীর অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ চারজন ব্যক্তিকে আটক করেছে।

মহরমের চাঁদা জনিত হামলায় মুসলিম দুষ্কৃতীদের প্রচন্ড প্রহারে প্রাণ দিলেন বীরভূম জেলার ইন্দ্রজিৎ দত্ত

দাবী মত মহরমের চাঁদা দিতে অস্বীকৃত হওয়ায়, জেহাদি হামলায় মৃত ইন্দ্রজিৎ দত্তের মৃতদেহ গত ১লা নভেম্বর, মঙ্গলবার ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিন সকালে বীরভূমের মল্লারপুর গ্রামে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে, এলাকা যেন শোকে পাথর হয়ে যায়। চোখের জল মুছতে মুছতেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘরের ছেলের অন্তিমযাত্রায় অংশ নেন আপামর গ্রামবাসী।

স্থানীয় সূত্র মারফত জানা যায়, ইন্দ্রজিৎবাবু যখন বাড়ি ফিরছিলেন তখন মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষেরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে মহরমের চাঁদা তুলছিল। ইন্দ্রজিৎবাবুর কাছ থেকেও তারা চাঁদা দাবি করে। কিন্তু উনি মহরম উপলক্ষে কোনো চাঁদা দিতে অস্বীকার করেন। এরপরই উভয়ের মধ্যে বচসা শুরু হয়। হঠাৎই মহরমের সমর্থকেরা তাঁকে বেধড়ক মারতে শুরু করে। গুরুতর আহত অবস্থায় ইন্দ্রজিৎবাবুকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। পরে তাঁর মৃত্যু ঘটে।

খবরে প্রকাশ, মৃতদেহ নিয়ে মল্লারপুর বাজার প্রদক্ষিণ করার সময় উত্তেজিত গ্রামবাসীর সঙ্গে পুলিশের বচসা বাঁধে। পরে যা খন্ডযুদ্ধে পরিণত হয়।

এরই প্রতিবাদে ওইদিন মানুষজন এলাকায় বন্ধ পালনের পাশাপাশি এক বিশাল জমায়েতের ডাক দিয়েছেন।

অবশেষে মুক্ত তারক বিশ্বাস.....

দীর্ঘ যন্ত্রণার অবসান। দীর্ঘ ৫৩ দিন কারাবাসের পর তারক বিশ্বাস গত ৭ই অক্টোবর ছাড়া পেল তমলুক জেল থেকে। তারককে তমলুক জেল থেকে আনতে গিয়েছিল হিন্দু সংহতির পক্ষ থেকে দেবদত্ত মাজী, দেবতনু ভট্টাচার্য, টোটন ওঝা, অনুপম মন্ডল, সন্দীপন। তমলুক জেল কর্তৃপক্ষ হাইকোর্টের নির্দেশ, রিলিজ অর্ডার সত্ত্বেও ছাড়তে চায়নি। বহু চেষ্টার পরে হিন্দু সংহতির প্রসূন মৈত্র তমলুক জেল কর্তৃপক্ষর সাথে কথা বলে এরপরই ছাড়া পান তারক বিশ্বাস। তারক বিশ্বাসকে আনা হয় হিন্দু সংহতির কার্যালয়ে। এতদিনের এই বন্ধ যন্ত্রণার মধ্যেও তারক বিশ্বাস বা তার পরিবার হিন্দু সংহতির উপর থেকে আস্থা হারায়নি। জেল থেকে বের হবার পর তাকে ফুলের মালা দিয়ে বরণ করা হয়। দেড় মাসেরও আগে তারক বিশ্বাস ফেকবুকে একটি পোস্ট দেয়। ওই পোস্টে ইসলামকে অবমাননা করা হয়েছে বলে মুসলিম সমাজ সোচ্চার হয়। হাওড়ার শিবপুর থানার অন্তর্গত জনৈক এক ব্যক্তি তারকের নামে এফ আই আর দায়ের করে। একই সঙ্গে পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুক থানায়ও তার নামে একটি কেস দায়ের করা হয়। শিবপুর থানা তারককে ধরার পর তার পরিবার বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠনগুলির কাছে গিয়েছিল। কিন্তু কেউই তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেনি। অবশেষে তারকবাবুর পরিবার হিন্দু সংহতির তপন ঘোষের সঙ্গে দেখা করে। তিনি তাদের তারককে ছাড়ানোর ব্যাপারে সমস্তরকম সাহায্য করবার প্রতিশ্রুতি দেন। অবশেষে তারই প্রচেষ্টায় তারক বিশ্বাস জেল থেকে মুক্তি পেল।

ইন্টারনেটে হিন্দু সংহতি ◆ <www.hindusamhati.net>, <www.hindusamhatitv.blogspot.in>, Email : hindusamhati@gmail.com

PRINTER & PUBLISHER : TAPAN KUMAR GHOSH, ON BEHALF OF OWNER TAPAN KUMAR GHOSH, PRINTED AT MAHAMAYA PRESS & BINDING, 23 Madan Mitra Lane, P.S. : Amherst Street, Kolkata - 700 006, Published at : 393/3F/6, Prince Anwar Shah Road, Flat No. 8, 4th Floor, Police Station Jadavpur, Kolkata 700 068, South 24 Parganas,
Editor's Name & Address : Samir Guha Roy, 5, Bhuban Dhar Lane, Kolkata - 700 012, Phone : 7407818686